RAMARUNJIKA

BY

TEKCHAND THACKOOR,

AUTHOR OF "ALALER GHORAR DOOLAL" AND "MADA KAYA BARA DAYA, JATA THAKAR KI UPAYA."

CALCUTTA:

PRINTED BY D'ROZARIO AND CO. 8, TANK-SQUARE.

1860.

PUBLICATION

BY

TEKCHAND THAKOOR.

1. Alaler Ghorer Doolal, post 8vo. in cloth price 2 annas per copy.

2. Mada Kaya Bara Daya, Jata Thakar Ki Upaya. post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.

3. Ramarunjika, post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.

PREFACE

The want of suitable books for the Hindu Female has induced the writer to undertake this little work the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogu (Household Words) between a Husband and Wi Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in intellectual, moral and industrial point of view. Pap No. 4 treats of the great efficacy of maternal instru tion with notices of the mothers of Sir W. Jones, Po Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley an of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exempla Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Ma garet Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, M Rowe and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Fem Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia mother of the Grachii, Kowsula, Koontee, Seeta Dr padee &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Cultu Paper. No. 8 is on the Government of the Passio Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of modes followed by Benjamin Franklin, John Gurn and Pythagoras. Paper no. 10 is on Truth and the Sh

[illegible] strongly incalcuting it. Paper No. 11 [illegible] the efficacy of Prayer, on Repentence &. Paper No. [illegible] is on the Duties of a Faithful Wife as laid down [illegible] Papers No. 13 and 14 contain short biographical sketches of distinguished faithful wives, viz., Sutee, Seeta, Sabhitree, Damayantee, Lopamoodra, Chinta, Foolara, Khoolana, and Bahoola. Paper No. 15 is on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is onthe former state of the Hindu Females considered with reference to the cultivation of letters,marriage, seclusion,and concluded with remarks as to the real advancement of every country depending on the education of Females. Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of a Japanese Lucretia. Paper No. 18 is a Tale illustrative of a Good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20 is a Tale showing what a Holy Woman can do.

রামারঞ্জিকা

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত

"আলালের ঘরের দুলাল" এবং "মদ খাওয়া বড় দা
জাত থাকার কি উপায়" লেখক।

কলিকাতা

ডি'রোজারিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত

সন ১২৬৭ সাল।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক

মূল্য

আলালের ঘরের দুলাল, post 8vo. in cloth, ... ৸০ আনা

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়,
post 8vo. in cloth, ... ||০ ,,

রামারঞ্জিকা, post 8vo. in cloth, ... ||০ ,,

নির্ঘণ্ট

১ গৃহকথা, স্ত্রী[illegible] সংখ্যা ১, .. ১

২ গৃহকথা, স্ত্রী[illegible]। সংখ্যা ২, .. ৭

৩ গৃহকথা, স্ত্রী[illegible] সংখ্যা ৩, ... ১০

৪ গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, মাতার দ্বারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪, ... ১৪

৫ গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-[illegible] কারিনী। সংখ্যা ৫, ১৮

৬ গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, সাহস। সংখ্যা ৬ .... ২৪

৭ গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, স্বার্থত্যাগ। সংখ্যা ৭, ... ২৭

৮ গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। সংখ্যা ৮, .. ৩০

৯ গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, আত্মদোষ শোধন। সংখ্যা ৯, ৩৪

১০ গৃহকথা,—স্ত্রীশিক্ষা, সত্য কথন। সংখ্যা ১০ .... ৩৮

১১ গৃহকথা,—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত ঐ ১১, ৪০

১২ গৃহকথা,—পবিত্রতার লক্ষণ। সংখ্যা ১২, ... ৪৪

১৩ গৃহকথা,—পতিব্রতা স্ত্রী। সংখ্যা ১৩, ... ৪৭

১৪ গৃহকথা,—পতিব্রতা স্ত্রী। সংখ্যা ১৪, ... ৫১

১৫ গৃহকথা,—স্বামীর কর্ত্তব্য, সংখ্যা ১৫, ... ৫৮

১৬ গৃহকথা,—স্ত্রী লোকদিগের পূর্ব্ব অবস্থা। সংখ্যা ১৬, ৬১

১৭ জাপানদেশের স্ত্রী লোক, ... ৬৪

১৮ সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারে না, ... ৬৭

১৯ ধর্ম্ম ও আ[illegible] পাপ—স্বপ্ন, ... ৭৪

২০ ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী. .... [illegible]

(১) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ১।

হরিহর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী আপনাদিগের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তার পূর্ব্বক লেখা যাইতেছে।

পদ্মাবতী। ওগো আমাদের মেয়ে কামিনীর প্রায় আট বৎসর বয়স হইল, ভাল একটি বর দেখ, বিয়ের সময় হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কন্যার বয়ঃক্রমই কত, আরও চার পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পদ্মাবতী। ওমা আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন করে আইবড় রাখ্‌বো? বার তের বছরের মেয়ে আইবড় থাকিলে লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? আর ছোট ব্যালা বে দিতে কি তোমার সাদ যায় না? অধিক বয়সে বিয়া দিলে একটা মস্ত দিক্‌ধাবড়ে জামাই আসবে, ছেলে ব্যালা বে দিলে ছোট জামাই হবে—দেখ্‌তে ভাল—শুন্‌তে ভাল —যেমন পুতুল খেলার মত।

হরিহর। অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের দোষ গুণ পরে বলিব এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করি মেয়ে কিপর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখিয়াছে বল দেখি। আমি পুনঃ২ তোমাকে কহিয়াছি বাড়ীর গুরুমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন কন্যাকে পাঠাইয়া দেও, পাঠাও কি না?

পদ্মাবতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিনু, মেয়ে বড় অলবড্যা, অস্থির, পাঠশালা হতে পালিয়া আস্‌তো, আর ছেলে মানুষ খেলাতেই মন।

হরিহর। এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই? এ তো ভাল কর্ম্ম হয় নাই, কন্যার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ।

পদ্মাবতী। এমন মন্দই বা কি, মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখা পড়া শিখ্‌লে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিনু সেখানে মাসী মামী পিসী সকলেই আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে বল্লেন মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখায় কায কি? আবার কেও২ বলিলেন মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখলে বিধবা হয়। মাগো মা! সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুক পুক করছে। কায নাই বাবু আর লেখা পড়ায় কাযনাই! মেয়ে আমার অমনি থাকুক। যে কয়েক দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।

হরিহর। লেখা পড়ার প্রতি তোমার এত দ্বেষ কেন, তুমি যে সকল কথা বলিলে ক্রমে২ তাহার উত্তর দিতেছি শুন —শিক্ষা দুই প্রকার—জ্ঞান করী ও অর্থকরী*। জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জ্জনের পথ। পুরুষের এই দুই প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। বলদেখি উত্তম বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি এবং উপার্জ্জনের ক্ষমতা যে পুরুষের নাথাকে সংসারে তাহার কি গতি হয়?

পদ্মাবতী। এমন পুরুষের কোথাও মান থাকে না বাহিরে দশ জনার কাছে বস্‌তে পান না, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রও দূর ছি করে। আর২ লোকের কথা কি দশবার ডাকিলে চাকরেরাও এক ছিলিম তামাক দেয় না। যেমন আমার বনপো মূর্খ হইয়া গোঁয়ার গাঁজাখোর ও চোর হইয়াছে তাহাকে যে দেখে সেই দূর ছি করে। কিন্তু আমার ভাইপো লেখা পড়া শিখে ভাল হয়েছে ও দশ টাকা উপায় করতেছে।

---

* শ্রেণি অল্প করিবার জন্য "জ্ঞানকরীর" অন্তর্গত নীতিকরী" করাগেল।

তার কেমন মান সম্ভ্রম! লেখা পড়া না শিখিলে পুরুষের বাঁচা মিথ্যা।

হরিহর। তুমি স্বীকার করিলে পুরুষের শিক্ষা করা সার্থক কেননা তদভাবে অবিবেকতা, দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষমতা হওয়াতে জীবন বৃথা হয়। তবে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মজ্ঞান হওয়া কি আবশ্যক নহে? যে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি না হয় তাহাকে কি তাহার স্বামী ভাল বাসে ও সন্তান সন্ততি কি মনের সহিত সম্মান করে, না তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন? যে গৃহের গৃহিণীর সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি নাই সে গৃহ ত্বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেখানে শীঘ্র অলক্ষ্মীরও দৃষ্টি পড়ে।

পদ্মাবতী। কিসে সদ্বিবেচনা হয় ও সদ্বিবেচনা কাহাকে বলে? অনেক মেয়ে মানুষ লেখা পড়া করে না বটে কিন্তু তাহাদিগের বেস বিবেচনা—যেমন আমার মেজো ভাজ। কেমন [illegible] খাঁটা—সকলকে নিয়ে সংসার করতেছে। সকলেই বলে তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল।

হরিহর। তোমার মেজ ভাজ শেয়ানা বটে কিন্তু সর্ব্ব-প্রকারে চৌকোস নহে। তিনি চারি আনার বাজারের এক আনা কসুর কাটিয়া বাঁচাইতে পারেন কিন্তু কি প্রকার আহার ও নিয়ম পালন করিলে ও কোন্ স্থানে থাকিলে সন্তান সন্ততি ভাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়—কি প্রকারে তাহাদের সদুপদেশ হইতে পারে,—কি প্রকার ব্যক্তির সহিত তাহাদের সহবাস করা উচিত—কি প্রকারে তাহাদিগের সংসারের উন্নতি হইতে পারে এ সকল বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তাঁহার তৃতীয় পুত্র পীড়িত হইলে ডাক্তর কহিলেন শীঘ্র ভাল স্থানে না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাজ কহিয়া ছিলেন আমি ছেলেকে কোথাও পাঠাব না—এত কাল কি লোকে বাটীতে থেকে আরাম হয় নাই? তাহাতে তিন মাস মধ্যেই তাঁহার সেই পুত্রটী মরিয়াগেল। অপর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যাদবের চট্টগ্রামে উত্তম কর্ম্ম হইয়াছিল, সে যাত্রা

করিয়া যায় তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন—"বাবারে তোকে না দেখে কেমন করে থাক্‌ব", সুতরাং যাদবকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। সে তদবধি নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে থাকাতে এমত জড়ভরত হইয়াছে যে তাহার মাসে ১০ টাকা উপার্জ্জন করা ভার। যদি চট্টগ্রামে যাইত তবে বিষয় কর্ম্মে পড়ে তাহার বুদ্ধি প্রখর হইত ও ২০০।৩০০ টাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা হইত। অন্যান্য পরিবারেতেও এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ভাল শিক্ষা না হইলে ভাল বিবেচনা হয় না। সুবিবেচনা তো গাছের ফল নয় যে হাত বাড়াইলেই পাবে। তাহা উপার্জ্জন করিতে সাধনার আবশ্যক হয়, সেই সাধনা জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষা। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সুবিবেচনা কাহাকে বল? তাহার উত্তর এই, যাহাতে দূরদৃষ্টি আছে তাহাকেই সুবিবেচনা বলি। যে কর্ম্মে আপততঃ লাভ অথবা সুখ কিন্তু পরে ক্ষতি অথবা ক্লেশ সে কর্ম্মে দূরদৃষ্টি নাই সুতরাং তাহা সুবিবেচনা শূন্য।

পদ্মাবতী। তুমি যে সুবিবেচনার কথা বলিলে তাহা পুরুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, মেয়ে মানুষের তাহে কায কি? মেয়ে মানুষ বাটনা বাটবে কুটন কুটবে, উনুনে জ্বাল দেবে, রাঁধবে, বাটা সাজাবে ও ঘর কন্নার আর২ কর্ম্ম করবে, তাদের দূরদৃষ্টিতে বা কাযইকি ও সুবিবেচনাতেই বা কায কি।

হরিহর। তুমি যে সকল গৃহ কর্ম্মের কথা বলিলে তাহা স্ত্রীলোকের জানা আবশ্যক বটে কিন্তু কেবল তাহা জানিলেই তো হয় না। পিত্রালয়ে থাকুক অথবা শ্বশুর বাটীতে থাকুক সুবিবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। বিবেচনা পূর্ব্বক অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া ব্যয় করিলে স্বামির অধিক আয় হইলেও প্রতুল হয় না এজন্য স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। অপর স্বামির আয় দেখিয়া কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিরূপ ন্যায্য ও কোন বিষয়ে ব্যয় কিরূপ অন্যায্য সুবিবেচনা না থাকিলে এসকলও বুঝিতে পারে না। রামহরির মাহিনা

পুত্রের পুনর্বিবাহ কালীন স্বামিকে ১০০ টাকা কর্জ্জ করাইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন কিন্তু যে বাটীতে আছেন তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে একটা ঝড় আসিলেই চাপা পড়িয়া মরিবেন তাহা ভাল করিতে চাহেন না। রামহরি মাসে২ যে টাকা গুলি পান আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেন--তিনি কি করিবেন?

হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীও ঐরূপ। পুত্র কন্যার জন্য সর্ব্বদা জরির পোশাক খরিদ করিতেছেন কিন্তু বাটীর নিকট একটা নরদমা আছে তাহাতে ময়লা পোরা, দুর্গন্ধে নিকট থাকা যায় না ও পরিবারের পীড়া সর্ব্বদা হইতেছে, পাঁচ টাকা খরচ করিলে তাহা পরিষ্কার হয় সে ব্যয়ে তিনি অতি কাতর, কেবল জরির কাপড় পরাইয়া দশজনকে ছেলে দেখাইবেন সর্ব্বদা এই সাদ কিন্তু তাহাদের গা খোস পাঁচড়ায় গলিয়া পড়িয়াছে কখন পরিষ্কার করান হয় না। প্রতিদিন পাঁচ সাতখানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় কিন্তু পচা সড়া দ্রব্যের কিছুমাত্র বিচার নাই, তাহা অপেক্ষা টাটকা দ্রব্যের দুই একটা ব্যঞ্জন করিলে সন্তানাদি শারীরিকও ভাল থাকে ও ডাক্তারের ব্যয়ও বাঁচিয়া যায়। সুবিবেচনা থাকিলে এই সকল কর্ম্ম কাহাকেও বলিতে হয় না। এই রূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে স্বামির নিকটে থাকিলেও স্ত্রীর সুবিবেচনা ব্যতিরেকে গৃহ কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয় না। স্বামী যদি বিদেশে থাকেন অথবা মরিয়া যান তবে স্ত্রীর সুবিবেচনা নানা বিষয়ে ও নানা প্রকারে সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়, তখন স্ত্রীলোককে গৃহিণীর কর্ম্ম করিতে হয়ও কর্ত্তার কর্ম্মও করিতে হয়—তৎকালীন সুবিবেচনা না থাকিলে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয় ও গৃহ এলো মেলো হয়ে পড়ে এবং সন্তান সন্ততিও মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও ভূরি২ প্রমাণ দিতে পারি।

পদ্মাবতী। এই কথাটি তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাকার মেয়ে ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহাকে লেখা পড়া ভাল শিখাইয়া ছিল। তাহার ভাশুর-পো ও জ্ঞাতিরা তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য কত চেষ্টা করে কিন্তু সে মেয়ে মানুষ হিসাব পত্র ভাল বুঝতো ও তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল ছিল এজন্য এক পয়সাও কেহ ঠকাইতে পারে নাই

কিন্তু আমার মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেনা, তাহার স্বামী মরিলে পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধূলা দিয়া সব লুটে পুটে লএছে, আজ খান এমন যো ও নাই।

হরিহর। তবে দেখ দেখি স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা থাকাতে কত উপকার? ইহা গৃহকর্ম্মে লাগে— স্বামির কর্ম্মে লাগে— সন্তানাদির কর্ম্মে লাগে—নিজের কর্ম্মেতেও লাগে। সুবিবেচনা লেখা পড়ার চর্চ্চার দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্তানকে প্রথম শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় এমত নহে। নানা প্রকার স্নেহ ও আদরের কৌশলে মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন. ঐ হিতাহিত বাক্য তৎকালে শিশুর মনে যেমন বসে এমন পাঠশালায় পড়াতে হয় না, কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখে না, তাহারা সন্তানকে কেমন করিয়া সৎ উপদেশ দিবে? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ সে কি অন্য অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে? এদেশে যদ্যপি স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত তবে সন্তানদিগের সুশিক্ষা অল্প বয়সে অনায়াসে হইত। ও তাহারা যে কুকথা ও কুরীতি শিখিত ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাতে আরও এই এক উপকার যে জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি হইলে মন আমোদে থাকে, ব্যর্থ কথায় কাল ক্ষেপণ হয় না এবং সার ও অসার বোধ হয় ও শীঘ্র কুমতি হয় না।

জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মে মতি হয় কি না ও অর্থকরী বিদ্যা স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কয়েকটি কথা রহিল তাহা পরে বলিব, অদ্য অধিক রাত্রি

পদ্মাবতী। খুব ব্যানে লিখাপড়া শিখেছো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঘুরিয়ে দিলে—আমাকে নিরুত্তর করিলে। কথা গুলনতে ভাল বলিলে। কাল রাত্রে এবং সকালং বলতে আরম্ভ করিও।

(২) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ২।

পদ্মাবতী। কাল রাত্রে বলিয়াছ জ্ঞানকরী বিদ্যায় সুবিবেচনা জন্মে, তাহাতে ধর্ম্মে মতি কি রূপে হয় বল দেখি।

হরিহর। ধর্ম্ম দুই প্রকার,—প্রথম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, দ্বিতীয় সংসারে সংকর্ম্ম করা। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্য মনের সহিত ধ্যান উপাসনা ও আত্ম স্বভাব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সকল ধর্ম্মের মূল তথাচ সংসারে সৎ কর্ম্ম করা কি উপায়ে হয় বল দেখি?

পদ্মাবতী। মা খুড়ী ও অন্যান্য দশ জন প্রবীণ মেয়ে মানুষ যেমন করে তেমন করিলেই ভাল কর্ম্ম করা হয়।

হরিহর। তবে ভাল কর্ম্ম করাতে অন্যের উপদেশ অথবা সহবাসের অপেক্ষা হইল। বিনা উপদেশেও কেহ২ আপন সুস্বভাব বশতঃ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু সকলে হয় না। যেমন দশটা বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—মাটিতে ফেলিলেই অনায়াসে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারা করিতে গেলে জল সেচন ও অন্যান্য উপায়ের আবশ্যক হয়। যদ্যপি মা খুড়ী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সংসারে সংকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকেন তবে তাঁহাদিগের উপদেশ অথবা সহবাসই শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাতেই ধর্ম্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। সংসারে স্ত্রীলোকদিগের ভাল কর্ম্ম করা কাহাকে বল?

হরিহর। স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে। স্বামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি মনন ও মহা পাপ। পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে পুত্র কন্যাকে সমান রূপে স্নেহ করিবে। পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাশুর ও অন্যান্য গুরুতর লোককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও দেবরাদিকে পুত্রবৎ দেখিবে। দাস দাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জ্ঞাতি ও পল্লীস্থ কাহারো

হিংসা করিবে না। স্বামী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দম্ভ ত্যাগ করিবে। আপন ক্ষতি হইলে অন্যের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সুহৃদ্গণ ক্লেশে পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে। অনাথ দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টি গোচর হইলে শক্তি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে। কখনো ব্যাপিকা হইবে না; অভিমান প্রকাশ না করিয়া সকলের প্রতি সর্ব্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে। যে স্ত্রীলোক এই সকল সংসারিক ধর্ম্ম করে তাহার যশঃ চিরকাল সংকীর্ত্তন হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতী। হাঁ তা বটে তো, এমন তর মেয়ে মানুষ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আমরা যে সকল মেয়ে মানুষ দেখি তাদের এ সব ধর্ম্ম দুটা একটা আছে, সব কোথা? মলো! কেহ বা স্বামিকে দিবারাত্রি কটু বাক্য বলে, কেহবা ঠেকারে ফেটে মরে, কেহবা মিথ্যা কথা লইয়া কোঁদোল করিয়া বাড়ী ফাটায়, কেহবা গুরুতর লোকের সামনে দম্ভ করে, কেহবা জ্ঞাতি অথবা অন্যের হিংসাতে শরীর ঢালে, কেহবা আপনার বেশ ভূষাণেই ব্যস্ত থাকে, অন্যে বাঁচলে কি মরিলো, একবার ফিরিয়াও দেখে না। কিন্তু এসব দোষ কি লেখা পড়া শিখলে যায়?

হরিহর। মূর্খতা অথবা অসদুপদেশে মনের প্রকৃত নষ্ট হয় সুতরাং তাহাতে কুমতি জন্মে কিন্তু সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ হইলে মনঃ ক্রমে নির্ম্মল হয় তাহাতে ধর্ম্মে মতি জন্মে, যেমন উত্তম দেশে বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিলে—উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে—নিয়ম পূর্ব্বক থাকিলে শরীর নীরোগ ও বলবান হয়, তেমনি সদুপদেশ পাইলে ও সাধু সঙ্গ করিলে মনঃ বিশুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মে রত হয়। দেখ এদেশে বেশ্যার কন্যা প্রায় বেশ্যাই হয় কারণ বাল্য কালাবধি কুসঙ্গে থাকে ও অসদুপদেশ পায় কিন্তু বিলাতে অনেকে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াও পিতার সদুপদেশে এমত ভদ্র আচার শিখে যে কতং ভদ্রলোক তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহযুক্ত হয় অতএব সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কেমন ফল দেখ।

পদ্মাবতী। ও মা, ভদ্রলোকে বেশ্যার কন্যাকে কেমন করে বে করে গো! যে বে করে তার জাত যায় না?

হরিহর। ইংরাজদিগের জাতি কর্ম্মাধীন,—সৎ কর্ম্মে থাকে, কুকর্ম্মে যায়। সে যাহা হউক, এ কথার বিস্তার পরে কহিব, সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের কত গুণ, দেখ।

পদ্মাবতী। সত্য বটে,—আমার একটা কথা মনে পড়িল বলি শুন। আমার বাপের বাড়ীর দরয়ান শীতল সিংহের দুটী মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মরে গেলে একটা মেয়ে পাঁচালির দলে করিয়া বেশ্যা হইয়াছে আর একটা আগড়পাড়ার বিবির স্কুলে পড়িয়া এক জন ঋষি কিষ্টকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম্ম জানেন কিন্তু শুনিতে পাই ঐ ছুঁড়ী ভাল আছে, তার ব্যবহার ভদ্রলোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয়, ভাল উপদেশ পাইয়া ভাল হইয়াছে। ভাল—ভাল উপদেশে কেমন করে ভাল হয়?

হরিহর। আমাদিগের মন অতি কোমল, যেমন একটি লতাকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে নোয়াইতে পারি মনও তদ্রূপ—সুপথে যাইতে পারে কুপথেও যাইতে পারে। কিন্তু মনকে নিয়ত সুপথগামি করিতে গেলে বাল্যাবস্থা অবধি সদুপদেশ ও সৎসঙ্গের আবশ্যকতা হয়। নীতিকথা ও ধর্ম্মোপাখ্যান শুনিলে সদ্ভাব ও সুসংস্কার জন্মে এবং সাধু লোকের সহিত সহবাস করিলে ঐ সদ্ভাব ও সুসংস্কার দৃঢ়তর হয়। বিদ্যাসুন্দর দূতীবিলাস চন্দ্রকান্ত ও ঐরূপ পুস্তক পড়িলে সুশিক্ষা বা সদুপদেশ হয় না। কিন্তু উপর উক্ত নিয়মানুসারে যাহার শিক্ষা হয় সে বালক—হউক অথবা বালিকা হউক অবশ্য তাহার ধর্ম্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী। কেন?

হরিহর। সৎ কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও শ্রবণ করিলে কুকথা শ্রবণ বা চিন্তন প্রায় রহিত হয়। সংস্কার অভ্যাসাধীন—যেরূপ অভ্যাস করিবে সেইরূপ সংস্কার হইবে, কতক কাল ক্রমাগত সদুপদেশে রত থাকিলে অসদুপদেশ প্রায় ভাল লাগে না, সুতরাং ক্রমে২ ধর্ম্মে মতি হইতে থাকে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য, কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিব?

হরিহর। আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দময়ন্তীর উপাখ্যান শুন তখন মন সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয় কি না? সে সময় কুকথা শ্রবণে অথবা চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম ব্যতিরেকে সকলই অসার বোধ হয়। যদ্যপি ক্ষণিক সদুপদেশে মনের এতাদৃশ গতি হয় তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও ধর্ম্মোপাখ্যান পঠনে ও শ্রবণে কি বিপরীত ফল হইতে পারে?

পদ্মাবতী। বটে, এ কথাটি আমার মনে বড়ো ভাল লাগ্লো।

হরিহর। জ্ঞানকরী বিদ্যাতে কি প্রকারে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয় তাহা শুনিলে। স্ত্রীলোকের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক কি না পরে কহিব, অদ্য রাত্রি অধিক হইল বিশ্রাম করি।

পদ্মাবতী। তুমি কথাগুলা সাজিয়া গুজিয়া বেশ বল, এ সব ইংরাজী পড়িয়া শিখিয়াছ—না?

(৩) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিদ্যা। সংখ্যা ৩।

পদ্মাবতী। মেয়ে মানুষের অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি? মেয়ে মানুষ কি জামা জোড়া পরিয়া কুঠি যাবে?

হরিহর। স্ত্রীলোকের অগ্রে গৃহকর্ম্ম শিখা উচিত কেমনা রন্ধন করা—বাটনা বাটা—কুটনা কোটা—দুধ জ্বাল দেওয়া বড়ি ও আচার করা—ভাণ্ডারের হিসাব রাখা—দাস দাসীকে শাসনে রাখা ইত্যাদি কর্ম্ম উত্তমরূপে না জানিলে ভাল মতে সংসার চলে না। পুরুষ অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাস করে বটে কিন্তু স্ত্রীলোকেরও তাহা জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

পদ্মাবতী। মেয়ে মানুষ আবার কবে রোজকার করিবার বিদ্যা শিখেছে গা? মেয়েতে কবে পাগড়ি বেঁধেছে?

হরিহর। স্ত্রীলোকে পাগড়ী বান্ধিয়া কুঠি না যাউক কিন্তু গৃহে বসিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে. ঐ শিল্পবিদ্যাতে অর্থের উপার্জ্জন হয় এইকারণ শিল্প বিদ্যাও অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত। ঐ শিল্পকর্ম্ম নানা প্রকার যথ--সেলাই করা, ছাপ্ করা, কাপড়ে ঝাড়বুটা তোলা, ছাঁচ ঢালা, মোমের ও নানা দ্রব্যের গড়ন গড়া, খেলনা তৈয়ার করা, নক্সা করা ও চিত্র করা, ইত্যাদি।

বিলাতে ও এ দেশে দীনদুঃখি স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ২ অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতে তাহাদিগের সংসারের [illegible] অনেক সাহায্য হয়, ইংরাজি পুস্তকে যে অক্ষর২ ছবি [illegible] বিলাতে প্রথমে তাহা কাষ্ঠের উপর অঙ্কিত করে পরে দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা তাহা খুদিয়া দেয়, এ দেশেও [illegible] কাটির ছোট বাটি, লাটিম ইত্যাদি দুঃখি স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। বিলাতে মধ্যবর্ত্তি লোকের স্ত্রীলোকেরা সূঁচের কাজ ও পোষাক তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে এদেশে ঐ অবস্থার স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আপনা সুতা কাটে গুন্‌সি ভাঙ্গে চুলের দড়ি প্রস্তুত করে, কাপড়ে বুটি তোলে, পা[illegible]নের জুতা বোনে ও খ[illegible]রের গড়ন গড়ে।

অপর বিলাতে বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যা শিখে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা [illegible]কার প্রকরণে মন নিযুক্ত রাখে এদেশে ভাগ্যবন্ত মনুষ্য-দিগের স্ত্রীলোকেরা ইদানী শিল্প বিদ্যার কিছু২ চর্চ্চা করেন বটে কিন্তু তাহাতে যে কি উপকার তাঁহাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

পদ্মাবতী। তাহাতে আবার কি উপকার? যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগের ঐ শিক্ষায় সংসারের অপ্রতুল ঘুচিতে পারে বটে, কিন্তু বড়মানুষ লোকের মেয়েদের শিখিবার আবশ্যক কি?

হরিহর। স্ত্রীলোক মাত্রেরই পরিশ্রমী হওয়া উচিত,

কেবল আড়া গড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চুল বান্ধিয়া, টিপ কাটিয়া, তাস খেলিয়া কাল কাটান শ্রেয় নহে। ইহাতে অলস স্বভাব হয়, আলসোতে নিজের কুমতি ও সন্তানাদির কুউপদেশ হইবার সম্ভাবনা স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ম্ম পড়া শুনা ও শিল্প বিদ্যারও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য. ক্রমাগত এক প্রকার কর্ম্ম ভাল লাগে না। কিছু কাল বা গৃহ কর্ম্ম করিলে, কিছু কাল বা পড়া শুনো করিলে কিছু কাল বা শিল্প কর্ম্মের চর্চ্চা করিলে। বড়মানুষদিগের স্ত্রীলোকের শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্যে নয় বটে কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে। পল্লী গ্রামের ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা পুষ্করিণী হইতে কলসী করিয়া জল আনে—রন্ধন করে—ঢেঁকিতে ধান ভানে—চাউল কাঁড়ে ও যাবতীয় গৃহ কর্ম্ম করে এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তোলে ও অন্যান্য শিল্প কর্ম্ম করে এজন্য তাহাদিগের ঔষধের ব্যয় অধিক হয় না এবং লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় বিলক্ষণ থাকে। শহরের বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমকে বাঘ দেখেন, সুতরাং ডাক্তর ও কবিরাজ ক্রমাগত লাগিয়া থাকে আর ব্যর্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহ কর্ম্ম করিবে—কিছুকাল পড়া শুনো করিবে—কিছুকাল শিল্প কর্ম্মের চর্চ্চা করিবে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে সকল স্ত্রীলোকের দাস দাসী ও রাঁধুনী আছে তাহাদের গৃহ কর্ম্ম করার আবশ্যক কি?

হরিহর। তোমার এ বড় ভ্রম। গ্রিক ও রোম দেশে ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা আপনর গৃহ কর্ম্ম করিতেন। গ্রিক সেনাপতি ফোশনের স্ত্রী স্বয়ং পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন—তাঁহার কি দাস দাসী ছিলনা? বিলাতে ইংরাজদিগের ভদ্র২ ঘরের স্ত্রীলোকেরা নিজে পাক শালার তত্ত্বাবধারণ ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম করিয়া থাকে ফলতঃ গৃহিণী হইতে গেলে গৃহ কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে জানা আবশ্যক; কেবল দাস দাসীর উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে নির্কাহ

হইতে পারে না। যদ্যপি দাস দাসী সত্ত্বেও গৃহিণী আপন হস্তে গৃহ কর্ম্ম করেন তবে তাহাতে তাঁহার নিজের সদভ্যাস ও সন্তানাদির সদুপদেশ হয় এবং দাস দাসীর কর্ম্মের প্রতি তদয় থাকে। আর তুমি জান উত্তমরূপ রন্ধন প্রশংসনীয় কর্ম্ম, তাহাও এক প্রকার শিল্প বিদ্যা।

পদ্মাবতী। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাতে আর কিছু ফল আছে?

হরিহর। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা শরীর ও মন ভাল থাকে ও মেজাজ উত্তম হয়। যে স্ত্রীলোক শিল্প কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কর্কশ স্বভাব পরিবর্ত্ত হইয়া শান্ত প্রকৃতি হয় কারণ একে২টী কর্ম্মে কিয়ৎ কাল মন নিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে ধৈর্য্য অভ্যাস হয়। অপর সংসারে নানা প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে মনকে সুস্থির করিবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত শোক উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল গত না হইলে সেই শোকের শমতা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কোনপ্রকার শিল্প জ্ঞান থাকে তাহা হইলে সময়ে২ শিল্প কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলে ক্রমে২ শোক ঢাকা পড়িতে পারে কারণ তদ্দ্বারা অন্যমনস্কতা হয়। আর ধন চিরস্থায়ি নহে, দৈবাৎ ধন সম্পদ নষ্ট হইলে যদ্যপি পতি দুরদৃষ্ট অথবা রোগ প্রযুক্ত উপার্জ্জনে অক্ষম হন অথবা তাঁহার হঠাৎ মরণ হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোক শিল্প বিদ্যার দ্বারাও কিছুকাল সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য বটে। দয়াল বাবু বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার হঠাৎ ব্যবসাতে অনেক নোকসান হইল, তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীর এমত যোত্র ছিলনা যে সন্তানাদির ভরণ পোষণ করেন—তিনি খয়েরের বাগান করিতে, কাপড়ের বুটা তুলিতে, পশমের জুতা বুনিতে ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করিতে জানিতেন। সেই সকল উপায়ের দ্বারা কিছু২ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রায় দশ বৎসর সংসার চালাইয়াছিলেন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি কর্ম্ম হয় এক্ষণে তাঁহাদের ক্লেশ ঘুচিয়া

গিয়াছে। দয়ালের স্ত্রী যদ্যপি শিল্প কর্ম্ম না জানিতেন তবে আপনার ও ছেলেপুলের দশা কি হইত? তাহাকে কেহ একমুটা চাউল দিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই।

হরিহর। তবে দেখ শিল্প বিদ্যা শিখিলে কত উপকার। স্ত্রীলোক দীন কিম্বা মধ্য বর্ত্তি লোকের ঘরে পড়িলে শিল্প কর্ম্মের দ্বারা স্বামিকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মানুষের ঘরে পড়িলে তাহার দ্বারা গৃহ কর্ম্ম ভালরূপে নির্ব্বাহ হয়। আপন শরীর. মনঃ ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে আর দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্তঃকরণকে সুস্থির করিতে ও সংসারের ক্লেশ ঘুচাইতে সক্ষম হয়। আমি যাহা বলিলাম তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি।

পদ্মাবতী। আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা টোনা শিখিতে আরম্ভ করিব।

---

(৪) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, মাতার দ্বারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মানুষের শিক্ষা না হইলে ছেলে পুলের শিক্ষা হয় না?

হরিহর। সুমাতা না হইলে সুসন্তান হওয়া ভার। মাতার দ্বারাই সন্তানদিগের মনের কলিকা প্রকাশ পায়— মায়ের যেমন মন প্রায় সন্তানাদির সেইরূপ মন হয়। দেখ কৌশল্যার দয়ালু স্বভাব ছিল তাহা না হইলে চরুর অংশ সপত্নী সুমিত্রাকে কেন দিবেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র কেমন দয়ালু ছিলেন! কুন্তীও বড় দয়ালু ছিলেন— জতুগৃহে চণ্ডালিনী পাঁচটী পুত্র লইয়া ছিল তাহা স্মরণ ছিল নাই পরে উহা যখন মনে হয় তখন জতুগৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তবুও কাতর হইয়া মধ্যম পুত্রকে বলিয়াছিলেন— বাবা! শীঘ্র যাও, চণ্ডালিনী ও তাহার পাঁচটী পুত্রকে উদ্ধার কর

কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির সত্য ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাঁহার অন্য পুত্র কর্ণও কম দয়ালু ছিলেন না। গান্ধারী দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণা ছিলেন—পাণ্ডবদিগের সুখে তাঁহার অতিশয় অসুখ হইত। দুর্যোধন ও দুঃশাসন তাঁহারই মত হইয়াছিল। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া এ বিষয়ে সন্তান মায়ের নিকট যেমন শিক্ষা পায় এমন শিক্ষকের নিকট শিখে না। সন্তান দেখিতেছে যে মাতা মিথ্যা কথা, চুরি, কটু বাক্য কহন, গালাগালি দেওন, পরনিন্দা পরহিংসা ও পরাপকার করণে অতিশয় বিরক্ত এবং সত্য শিষ্টালাপ পরোপকার ক্ষমা ও দয়া ধর্ম্মে সন্তুষ্ট। সর্ব্বদা এরূপ দর্শনে সন্তানের মনো মধ্যে সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্য দেশের অনেক২ মহৎ ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃ উপদেশই মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় এমত নহে, মাতার স্বভাব ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইতেই হইয়া থাকে—মাতা যেমন মিষ্টালাপ ও হিতাহিত বাক্য দ্বারা সন্তানদিগকে ধর্ম্ম পথে লওয়াইতে পারেন এমন আর কাহার দ্বারা হয় না।

পদ্মাবতী। কই অন্যান্য দেশের মায়ের দ্বারা শিক্ষিত লোকের কথা বল দেখি।

হরিহর। (১) সার উইলেম জোনস কলিকাতায় বড় আদালতের এক জন জজ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। ইংরাজিতে মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃ বিয়োগ হয়। মাতা বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন, পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া তাহার জ্ঞান ইচ্ছা উদয়ার্থে নানা দ্রব্য দেখাইতেন। পুত্র স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করিত—মা এ কি ও কি? তখন মাতা অতি সহজে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ করাতে অল্প দিনের মধ্যে সার উইলেম জোনস অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধার্ম্মিক দাতা অথচ পরিমিত ব্যয়ী ও নম্র ছিলেন তাঁহার সহবাসে পুত্রের সৎ চরিত্র হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

পদ্মাবতী। স্বামী গেলে মেয়ে মানুষের ধৈর্য্য ধরিয়া এত করা কম কথা নয়।

হরিহর। (২) গ্রে নামে বিলাতে এক জন প্রসি... কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র অতি মন্দ ছিল, আপ... স্ত্রীকে অপমান ও প্রহার করিতেন কিন্তু কেবল সন্তানের সদুপ... দেশের জন্য সেই সকল অপমান ও প্রহার সহ্য করিয়াও তাঁহার স্ত্রী নিকটে ছিলেন। গ্রের মাতার প্রকৃতি ও চরি... উত্তম ছিল এই কারণে গ্রে সদ্গুণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী। ও মা তবে নাকি ইংরাজের বিবিদের বড় আদর করে—আপনার স্ত্রীকে ধরে মারিত!

হরিহর। ভাল মন্দ লোক সকল জেতেই আছে উক্ত প্রকার অন্যান্য উদাহরণ আরও বলি স্থির হইয়া শুন। (৩) বিশাপহাল নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রি ছিলেন। তিনি আপনার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে পরমেশ্বরের প্রতি ভ... শ্রদ্ধা করিতে মাতার নিকটেই শিক্ষা হয়—তিনি যখন উক্ত উপ... দেশ দিতেন তখন তাহার পুত্রের মন একেবারে ঐ উপদেশ... সংলগ্ন হইত। (৪) জার্জ হারবর্ট নামে এক জন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি উপাসনা কালে উত্তম রূপে গান করি... পারিতেন। চার বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার ক... হয়—তাঁহার মাতা অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সদুপদেশ দি... ছিলেন ও যেং পাঠশালায় তিনি পড়িতেন তাহার নিক... মাতা আসিয়া বাস করিয়া থাকিতেন—মাতা সর্ব্বদা বলিতে... —"যেমন শরীর আহারানুসারে পুষ্ট হয় তেমনি ম... লোকের কথায় ও কর্ম্মে ক্রমশঃ আত্মার পাপ বৃদ্ধি হয় অত... পাপ না জানা ধর্ম্ম রক্ষার উপায়—পাপ জানিলেই পাপে ... হইতে হয়"। এ কারণে আপন সন্তানদিগকে শৈশবাব... অবধি সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া খেলা ধুলা ও অহানিজনক কৌতুক ইত্যাদিতে কাল ক্ষেপণ করিতেন।

পদ্মাবতী। একথা মিছে নয়—ছেলে যেমন দেখে যেমন শুনে তেমনি শিখে—তার পর আর আর কি আছে বল দেখি —তোমার কথাবার্ত্তা যে দ্রৌপদীর পাকস্থালী—ফুরায় না

হরিহর। (৫) জান ওয়েসলি বিলাতে এক জন খ্যাত লোক হইয়াছিলেন। তিনি সদা ধর্ম্ম পথে চলিতেন। পৃথিবীর সুখ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংসায় কদাপি মন দিতেন না, কেবল ঈশ্বর উদ্দেশে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি [illegible] করিতেন। তাঁহার যিনি জননী, তাঁহার উনিশ বা কুড়ি বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ক্রমে উনত্রিংশটি সন্তান প্রসব করেন তাহার মধ্যে তেরটি সন্তানকে নিকটে রাখিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। জান ওয়েসলির মাতাকেও গৃহ কর্ম্ম বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ অন্যান্য কর্ম্ম দেখিতে শুনিতে হইত কিন্তু সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ [illegible] এমন সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের এমন শান্ত প্রকৃতি ছিল যে অতিশয় [illegible] আপন সন্তানদিগকে উত্তম রূপে শিক্ষা করাইতেন। তাঁহার শিক্ষা করাইবার প্রণালী কি বলিব! কি রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয় [illegible] ও চাকরদিগের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে [illegible] কিছু ত্রুটি রাখেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে ছেলেরা যা মনে করিবে তাহা করিতে দিলে তাহাতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে এরূপ স্বভাব দমন না হইলে পরে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।

পদ্মাবতী। ঐ দিদির স্বামী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই?

হরিহর। সে রীতি ইংরাজদিগের মধ্যে নাই এখন বলি [illegible] —অনেক২ মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত্রে মাতৃ কর্ত্তৃক বাল্য উপদেশের বিশেষ উল্লেখ নাই বটে কিন্তু অন্যান্য আনুষঙ্গিক [illegible] বিবেচনা করিতে গেলে সুস্পষ্ট বোধ হয় যে জননীর সু মধুর ও স্নেহযুক্ত শিক্ষাতেই সন্তানদিগের আসল শিক্ষা মূল বদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি আর একটি কথা মনে পড়ি তাহা বলি শুন।

(৬) ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড় পুণ্যবতী লোকের সহিত দেখা হইলেও মিষ্টালাপ করিয়া থাকেন। তি সামান্য আপন সন্তানাদির সুশিক্ষা বিষয়ে বড় যত্নশীলা, রাজপু ও রাজ কন্যা বলিয়া সন্তানেরা দম্ভ না করেন এজন্য তিনি বিে

করিয়া উপদেশ দেন। কথিত আছে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পু একদিন পাঠশালা হইতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল— আমাকে অমুক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারাণীর স্বা প্রেন্‌স আলবর্ট রাগান্বিত হইলেন কিন্তু মহারাণী স্থি চিত্তে সেই বালককে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি রাজপুত্রকে কেন মারিয়াছ? সেই বালক বলিল--আপনা পুত্র আমার নিকট বিজাতীয় অহঙ্কারপূর্ব্বক আমাকে অসম্ম করিয়াছিল---এজন্য আমি প্রহার করিয়াছি। মহারাণ বলিলেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, তুমি উত্তম করিয়াছ বা যাও।

পদ্মাবতী। ওমা আমরা হলে ইটি করিতে পারিতাম না।

---

(৫) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী পরোপ- কারিণী। সংখ্যা ৫।

পদ্মাবতী। সুমাতা হইলেই সুসন্তান হয় ও সুমাতা হইতে গেলেই শিক্ষার আবশ্যক হয় এ কথাটি বুঝলাম। বোধ করি ইউরোপে অনেক সুমাতা আছেন তাহা ছাড়া তি- দিগের আর কিছু গুণ আছে কি?

হরিহর। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অতিশয় স্নেহযুক্ত অনেকেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর জন্য সর্ব্বদাই যত্নশীল অনেকে পরের বিপদ আপদে কায়িক পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন না এবং সহমরণের প্রথা থাকাতে যে তাঁহারা পতিপ্রাণা, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ উপকারার্থ তাঁহারা তত তৎপর নহেন।

পদ্মাবতী। ওমা এ কেমন কথা গো! এত ঘাট পুষ্করিণী অতিথিশালা কোথাথেকে হল? এসব কীর্ত্তি যে অনেক লোকের দ্বারা হইয়াছে? এখন তাদের নিন্দা করলেই হল? নিন্দে করতে চাও কর তাদের গায়ে ফোস্কা হবে না।

হরিহর। একটু স্থির হও আমার কথাটা তলিয়ে বোঝ।

আমি ভালরূপে অবগত আছি যে অনেক ঘাট পুষ্করিণী ডাগ অতিথিশালা পঞ্চবটী রাস্তা ইত্যাদি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক য়াছে কিন্তু এসকল কর্ম্মে কেবল তাহারা ব্যয় করিয়াছেন হিক অথবা মানসিক পরিশ্রম অল্পই। ইউরোপীয় কানং বিবিদের বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হবে।

পদ্মাবতী। তবে একটা বিবরণ বল দেখি—ঈশ্বর কান করিয়াছেন শুনি।

হরিহর। (১) বিলাতে বিবি ফ্রাই নামে এক জন স্ত্রীলোক ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পরোপকারে রত ছিলেন। নিকটস্থ দীন দরিদ্র লোকের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে গৃহ আলয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামির নিকট থাকিয়া পল্লীর দুঃখি লোকের বাটী যাইয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিতেন। এইরূপে দশ বৎসর গত হইলে নিউগেট নামে জেলে গিয়া দেখিলেন প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধ জন্য কয়েদ আছে। তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থে সর্ব্বদা সেখানে গিয়া বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ উপদেশ এমত সুমিষ্ট হইত যে তৎ শ্রবণে তাহাদিগের অশ্রুপাত হইত। পরে উক্ত কয়েদিদিগের কুড়িটি ছেলেকে লইয়া নিত্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হওয়াতে জেলের অধ্যক্ষেরা বলিল ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও স্থানও নাই। বিবি ফ্রাই তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটী অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন—এইরূপ শিক্ষাতে অনেক কয়েদিদের স্বভাব পরিবর্ত্ত হইল। অনেকং স্ত্রীলোক যাহারা পূর্ব্বে কেবল বকাবকি বকাবকি ও গালাগালি করিত তাহারা এক্ষণে শান্ত হইল যাহারা বসিয়া থাকিত আলস্যে তাহারা পাছে বিগড়িয়া যায় এজন্য তিনি তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে কয়েদিদের কর্ম্ম করাইবার ও উপদেশ দিবার প্রথা ছিল না। বিবি ফ্রায়ের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশের জেলে ঐ রূপ সুনিয়ম হইতে লাগিল তাহাতে এই উপকার

হইয়াছে যে জেলে থাকিয়া অনেকে পরিশ্রম দ্বারা আপনা ভরণ পোষণ করণ বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া ভাল হইতেছে। অনন্তর বিবি ফ্রাই ধনশালি ভদ্র লোকদিগকে বুঝাইয়া নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয় জন্য সভা স্থাপন করান্ পরহিতে সর্ব্বদাই রত থাকিতেন। এমন প্রকার হিন্দুদিগের স্ত্রীলোক হইলে হইতে পারে কিন্তু অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই।

পদ্মাবতী। তা বটে কিন্তু এমন প্রকার বিবিও দুই এক জন।

হরিহর। (২) মারকিনদেশে [illegible] সর নামে এক জন গবর্ণর ছিলেন। কিছু কাল পরে [illegible] র্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চাসবাস করিতে আরম্ভ করি[illegible] মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত [illegible] দাসের দ্বারা চাসবাস করে। ঐ সকল হাবসি গোলা[illegible] তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, [illegible] মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল, ত[illegible] রগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার [illegible] কারিণী হইয়া তিনি কেবল পরহিতে র[illegible] দেখিলেন তাঁহার অধীনে অনেক গোলা[illegible] ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে [illegible] গালাগালি করে এবং নিষ্ঠুর রূপে প্রহারিত [illegible] লিতে পারে না, ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় [illegible] ক্রমে ক্রয় বিক্রীত হয় ইহার মূল কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা, এবং [illegible] র্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না, অতএব [illegible] র্ম্ম পাপ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, পাপ কর্ম্ম [illegible] ত্যাগে যদি সর্ব্বনাশ হয় তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। এই সৎ কর্ম্ম করিয়া তিনি এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন [illegible] তাহাদিগের পরমেশ্বরে

তি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঐরূপ পঁচিশ বৎসর পরোপকার করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তিনি সর্ব্বদা এই কথা কহিতেন যে বার্থ কথা লইয়া গোলযোগ অথবা পর দোষানুসন্ধান কিম্বা পরনিন্দা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই করিয়া থাকে—পরহিতে মন নিবেশই ঐ রোগের ঔষধ। যেমন পুষ্পে ফল রক্ষিত হয় তেমনি ভদ্র আলাপে সুমতি বৃদ্ধিশীল হয়।

পদ্মাবতী। এ দুইটি বিবিই ভাল। ওমা এমন তর কথা তুমি কত জান গো? তুমি যে ভুষণ্ডী'

হরিহর। (৩) হেনামোর নামে এক জন বিবি ছিলেন। তিনিও পর হিতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তিনি দোকানি [illegible] ও অন্যান্য লোকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি জন্য পুস্তকাদি [illegible]ছিলেন ও দারিদ্রলোকের সন্তানাদির শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন ফলতঃ সৎ বিষয়ে ধন ব্যয় করিতে [illegible] করেন নাই। যৎকালীন তাঁহার মৃত্যু হয় তৎকালীন [illegible] যাবতীয় লোক নিকটে আসিয়া নয়ন বারি নিক্ষেপ [illegible] আপনহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আর কোন মেয়ে মানুষ এমন প্রকার ছিল?

হরিহর। (৪) ফলারেনস্ নাইটেঙ্গেল নামে একজন [illegible] বড়মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতা মাতা কর্ত্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন তাঁহার এমন সংস্বভাব যে যাহার সঙ্গে আলাপ [illegible] তিনি আপ্যায়িত হইতেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার [illegible] স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন-[illegible] তীরস্থ এক ধর্ম্ম শালায় কতিপয় ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া রোগিদিরে সেবা ও তত্ত্বাবধান করেন তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয় জন্য যে এক ধর্ম্মশালা ছিল তাহার উন্নতি করেন

এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরা সিদের এক ঘোর তর যুদ্ধ ক্রুমিয়া নামে স্থানে আরম্ভ হয় ঐ সংগ্রাম ব্যাপক কাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লারেনস্ নাইটেংগেল কতি পয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রুমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করতে দিবা রাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিগে যুদ্ধ হইতেছে- গোলার শব্দ--কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল ওদিগে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে সস্নেহপূর্ব্বক রোগিদিগের রোগের যন্ত্রণা নিবারণে নিযুক্ত আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহ জ্বর হয় তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মান পূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু ফ্লারেনস্ নাইটেংগেল আপন কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্ম অধিক প্রকাশ না করিয়া সঙ্গিদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে—লোক সমাজে যশের জন্য করে না বরং আপন পুণ্য কর্ম্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

পদ্মাবতী। আর কোন এমন ?র মেয়েমানুষ ছিল?

হরিহর। (৫) বিবি রো নামে একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও দুঃখিত ব্যক্তির জন্য সর্ব্বদা কাতর হইতেন। পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা তাহাদিগকে দান করিতেন। এক বার হাতে টাকা না থাকাতে আপনার এক খানা রূপার ব[illegible] বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাহিরে যাওন কালীন সঙ্গে সর্ব্বদা নানাপ্রকার টাকা থাকিত দীন দরিদ্র লোক দেখিলেই যে যেমন পাত্র তাহা বিবেচনা করিয়া দান করিতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র দিবার জন্য স্বহস্তে

প্রাদি বুনিতেন। পরদুঃখ তাঁহার হৃদয়কে এমন বিদীর্ণ করিত যে তাহা শ্রবণে তিনি রোদন করিতেন অথচ স্বীয় দুঃখ সম্বরণ করণে অসীম সহিষ্ণুতা ছিল। লোক পীড়িত হইলে অথবা বিপদে পড়িলে তাহাদিগের নিকট যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন অনেকং দুঃখি বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা করাইতেন অথবা আপন ব্যয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে শতং দুঃখি দরিদ্র লোক বিলাপ পূর্ব্বক তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া ছিল।

পদ্মাবতী। আহা! এমন সকল মেয়েমানুষের দেব অংশে জন্ম। বাঙ্গালিদিগের মেয়েরা যদি পরহিতে রত হয় তবে দ্বেষ হিংসা অনেক ঘুচে যাইতে পারে আর অনেক মেয়ে মানুষ বড় কুড়ে ও অলস কেবল ঘরে বসিয়াং থাকিয়া কেবল মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

ভাস্কর। তবে আর একটি কথা শুন—(৬) ইটেলি দেশে রোজাগোভানা নামে এক জন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা ছিল না, তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন, ঐ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখ ভোগ অথবা বিবাহ করণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটি দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন তুমি অনাথা—আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব—তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা স্বীকৃত হইলে রোজাগোবানা অন্যান্য অনাথা বালিকা একত্র করিয়া সকলকে শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকা নির্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমি স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথমং অনেকং মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোবানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল কিন্তু পরমেশ্বর উদ্দেশ্য কর্ম্মে চরমে ইষ্ট লাভ অবশ্যই হইয়াথাকে। অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোবানার শিল্প কর্ম্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা

...র উৎকৃষ্টতার প্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ ... করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর রোজাগো-... দুই এক জন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পদ্মাবতী। এরূপ প্রকার স্ত্রীলোকেরা স্বর্গ যাইবে তাহার সন্দেহ নাই।

---

(৬)—গ্রহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, সাহস। ৬ সংখ্যা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অত্যাবশ্যক। সাহস ... মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি ও সংসারে নানা উৎপাত ঘটে। যাহারা প্রকৃত সাহসী তাহারা সাহসের আস্ফালন করে না—... নম্রভাবে চলে, প্রয়োজন হইলে সাহস প্রকাশ করিয়া ... উদ্ধার করে। যাহারা আপন সাহসের আস্ফালন ... তাহারা প্রায় আবশ্যক সময়ে ভীত হয়—তাহাদিগের ... কেবল আড়ম্বর মাত্র। যেমন পুরুষের সাহস আবশ্যক তেমন স্ত্রী লোকের সাহস কিঞ্চিত প্রয়োজনীয়। সাহস ... বঙ্গদেশের নারীরা আপনারা যেমন ভীত তেমনি সন্তান-দিগকে ভয় দেখাইয়া ভীত করেন।

পদ্মাবতী। তা কি হবে ছেলে কেঁদে বাড়ী ফাটায় ভয় না দেখালে চুপ্ কর্‌বে কেন?

হরিহর। এটি বড় ভ্রম। ছেলেকে অন্য উপায়ে শান্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া চুপ করান ... অদ্যাবধি অনেকে ভূত প্রেত মানে না কিন্তু বাল্য সংস্কার ... দুই প্রহর রাত্রের পর ঘোর অন্ধকার স্থানে যাইতে পারে ... অনেকের বাল্য সংস্কার জন্য এমন ভীরু স্বভাব হয় ... সাহসীর কর্ম্ম করিতে তাহাদিগের পা কাঁপে। ... বালকদিগকে ঐ জুজু ঐ কানকাটা বলিয়া ভয় দেখান ... তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। পুরুষ সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বল—স্ত্রীলোক ... সাহসী কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। একথা কতক দূর সত্য বটে কিন্তু সাহস দুই প্রকার উপায়ে জন্মে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা—ঈশ্বর উদ্দেশেই সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলে আপনাপনি সাহস হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীর পুষ্টি ও বলবান হইলে সাহস জন্মে। এতদ্দেশীয় নারীগণের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না কারণ ঈশ্বর উদ্দেশে পতিপ্রাণা হইয়া মৃত পতির সঙ্গে কোন্ দেশের স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরে? ঐ বিষয়ে হিন্দু জাতীয় স্ত্রীগণের অসীম সাহস। কিন্তু তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ বিয়োগাদি শোকে অতিশয় বিহ্বল হয়—ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না। যেরূপ অভ্যাস সেইরূপ ফল—দেখ স্পার্টাদেশে যুবা লোক যখন যুদ্ধ যাত্রা করিত তৎকালীন তাহাদিগের মাতারা বলিত —দেখো বাবা! রণে কদাচ পরাঙমুখ হইও না—রণস্থল থেকে পলাইয়া আসিবার অপেক্ষা তথায় প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়, ও যুদ্ধে ভগ্ন হওয়া অপেক্ষা তোমার মৃত দেহ চর্ম্মের উপরে আনীত হওয়া আমার প্রীতিজনক।

পদ্মাবতী। ছি—ছি! একি মায়ের উপযুক্ত কথা! পাষাণহৃদয় না হলে এমন কথা বল্‌তে পারে না।

হরিহর। ইহার সিদ্ধান্ত পরে করিব—এক্ষণে আর একটি কথা শুন। রোমদেশে এক জন মহাকুলোদ্ভব ধনির করনিলিয়া নামে কন্যা ছিলেন. তাঁহার দুইটী পুত্র। তাহাদের নাম গ্রেকাই। তিনি পুত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন—আপনার বেশ ভূষায় তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। দুইটী পুত্রই জননীর সদুপদেশে বিদ্বান ও গুণশালী হইয়াছিল। একদা এক রমণী স্বর্ণ রৌপ্য হীরক মাণিক্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আত্ম সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইয়া জহরাতের প্রতি দৃষ্টি করিতে কহিলেন। করনিলিয়া তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি উত্তর করিলেন—"দেখ আমার জহরাত এই," একথা যাউক। সেই অবলা ঘরে পুত্রদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন

—লোকে আমাকে কবে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ডাকিবে
তোমরা অদ্যাপিও দেশোপকারে বিখ্যাত হইলে না। প
তাঁহার পুত্রেরা দেশের হিত জনক কর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া যু
প্রাণ ত্যাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকে
তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। কারনিলি
পুত্রদিগের ঐ সদ্গতিতে কৃতার্থ হইয়া সহরের প্রান্তভা
গিয়া বাস করেন। আত্মীয়েরা নিকটে গেলে তিনি অশ্রু
পাত না করিয়া ধীরতা পূর্ব্বক আপন তনয় দ্বয়ের গুণ ব
করিয়া মনের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন।

পদ্মাবতী। এমন মেয়ে মানুষের কথা কখন শুনি নাই
বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিহর। মূল কথা মনঃ অভ্যাসাধীন, যেরূপ অভ্যা
কর সেইরূপ মনের গতি হয়। স্পার্টা ও রোমদেশে
পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মঙ্গল জনক কর্ম্মের অহ
চিন্তা করিত, যাহার বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হইত তিনি জা
চ্যুত হইতেন একারণ তত্রত্য স্ত্রীদিগের উক্ত প্রকার ম
গতি হইয়াছিল। ভারতভূমিতে ও স্ত্রীজাতির এ
সাহসের অভাব নাই। তাড়কা রাক্ষসীর বধ নিমি
কৌশল্যা রাম লক্ষ্মণকে সাজাইয়া বিশ্বামিত্র মু
সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা একচ
নগরে আসিলে বকা রাক্ষসের নিকট ব্রাহ্মণপুত্রের প
কুন্তী স্বয়ং ভীমকে প্রেরণ করেন। রামের সহিত যু
সীতা কুশলবকে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিয়া
কালীন এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন।

"কায় মনোবাক্যে আমি যদি হই সতী।
তোসবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি"॥

দ্রৌপদী আপন পাঁচটী পুত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের শি
ছিলেন। স্বয়ং তাহাদিগকে রণে প্রেরণ করেন। অতএ
কন্যা, বীরপত্নী ও বীরমাতার লক্ষণ স্বতন্ত্র। যে স

এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে সে স্থলে সাহস হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে লোকে ঐহিক সুখাদিতে মগ্ন হত না—আত্মার অবিনাশিত্বেদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহারা কি প্রকারে আত্মার সদ্গতি হইবে তদর্থই অধিক মনোযোগ করিত।

পদ্মাবতী। কথা গুলা বেস বল্‌ছো।

হরিহর। পূর্ব্বকালে ভগবতী প্রভৃতি অবলাগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে।—সে যাহা হউক। যাহা কথিত হইল তাহাতেই বোধ হইবেক এদেশের রমণীগণের সাহসের অভাব ছিল না। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করি যাহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাতেই তাহার সাহস হইয়াথাকে। অনেকেই স্বীয় সতীত্ব রক্ষণার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। তাহার কারণ দৃঢ় বিশ্বাস আছে সতীত্ব নষ্ট হইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে—এইরূপ বিশ্বাস সহমরণ ও অনুমরণের মূল। অতএব স্ত্রীলোকদিগের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না। তাহাদের কর্ত্তব্য যে মনঃ সংযম করিয়া বিচ্ছেদ বিপদ ও বিয়োগ কালে সাহস অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাকেন। সাহসান্বিত মাতা না হইলে সাহসী সন্তান প্রায় হয় না।

৭। গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সদভ্যাস। ৭ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। সংসারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম কি?

হরিহর। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম পরমেশ্বর-প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করা। পরমেশ্বরের প্রতি ঐ-কান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে মন শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা রাগ ইত্যাদি কুমতি মন হইতে গত হইবে, ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম মনোমধ্যে আসিতে দিবে না, নিষ্কাম হইয়া অর্থাৎ ফলাভিলাষ না করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই নম্রভাবে পুণ্য কর্ম্ম

করা হইবে ও মনুষ্যমাত্রের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবে আর অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই বাক্য স্মরণ করত ক্ষমাশীল হইয়া শত্রুদেরও মঙ্গল চেষ্টা করিবে। ভগবদ্গীতায় অষ্টমাধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহা শ্রবণ কর।

"সুহৃৎ এবং মিত্র আর শত্রু* উদাসীন, মধ্যস্থ দ্বেষযোগ্য লোক, কুটুম্ব, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি যাঁহার রাগ দ্বেষ, না থাকে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান"

"যে ব্যক্তি আত্ম দৃষ্টান্তে সর্ব্ব প্রাণিতে সম দৃষ্টি করে (অর্থাৎ যেমন সুখ আপনার প্রিয় সেইরূপ অন্যেরো প্রিয় এবং দুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয় অন্যেরও সেইরূপ অপ্রিয় সর্ব্বত্র এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্ব্বক কাহারো দুঃখের প্রার্থনা না করিয়া সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।

স্মৃতিতে লেখেন যথা,—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরি কীর্ত্তিতা"।

"কি উদাসীন কি বন্ধুবর্গ কি মিত্র কি শত্রু সকলের প্রতি আত্ম দৃষ্টান্তে যে ব্যবহার করা তাহার নাম দয়া"।

উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সকল মনুষ্যের প্রতিই আত্মবৎ দেখা কর্ত্তব্য ও শত্রুর প্রতি রাগ দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহার কারণ এই যে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি জন্মিতে দিলে মনের বিশুদ্ধতা ভ্রষ্ট হয় যাহার মনে মালিন্য জন্মে তিনি পরমেশ্বর হইতে অন্তর হইয়া পড়েন।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ অনাদি, জগতের প্রতিপালক তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপর প্রকাশক কিন্তু তাঁহার রূপ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের মনঃ ও বুদ্ধির গোচর নহে"।

---

* দ্বাদশাধ্যায়ে "যে ব্যক্তির শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার" ইত্যাদি দিতে আরো স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শত্রুর প্রতিও [illegible] করিবে না।

ইংরাজদিগের শাস্ত্রেও লেখে যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল, কেবল তিনি পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।

পদ্মাবতী। ভাল, গীতার মতে কাহারা মোক্ষ পায়।

হরিহর। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে।

"যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি দ্বারা কেবল পরমেশ্বর সেবা করে সেই ব্যক্তি তাবৎ গুণাতীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয়।"

পদ্মাবতী। পূর্ব্বে যে মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন সে কি?

হরিহর। তাহাও গীতার সপ্তদশাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"মনের নির্ম্মলত্ব এবং অক্রূরত্ব ও মনন আর আত্মনিগ্রহ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দমন আর ব্যবহারে কাপট্য শূন্যতা এই সকল তপস্যা মনোময় হয় অতএব ইহাকে মানস তপস্যা কহে।"

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আমাদের প্রধান কর্ম্ম ও তাঁহার জন্য মনকে শুদ্ধ করিতে হইবে, সকল পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নম্র ভাবে কেবল তাঁর উদ্দেশেই পুণ্য ক্রিয়া করিতে হইবে ও সকল মনুষ্যের সহিত সদ্ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং ক্ষমাশীল হইয়া সর্ব্বদা মঙ্গলচেষ্টা করিবেক—এ ত বড় কঠিন কর্ম্ম—কিরূপে করিতে পারি!

হরিহর। ইহার উপায়, অভ্যাস—গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে লিখিত আছে।

"হে অর্জ্জুন চাঞ্চল্যাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বশী-ভূত করণ অসাধ্য যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে তথাপি অভ্যাসে অর্থাৎ মন যখন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তখন সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরেতে অবস্থিত করা আর বৈরাগ্য এইরূপে মন বশীভূত হয়"?

পদ্মাবতী। অভ্যাস প্রথমে কিরূপে হয়?

হরিহর। প্রথমে প্রতিদিন মনের সহিত পরমেশ্বরকে

ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে—পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—পালন কর্ত্তা—সংহার কর্ত্তা—তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বজ্ঞ—অন্তর্যামী—করুণাময়—ক্ষমাময়—নির্ম্মলাত্মা শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন। তাঁহার এমনি গুণ যে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনায় মতির ক্রমশ উত্তমতা জন্মে। কেবল মুখে ঈশ্বর২ বলিলে কিছুই হইতে পারে না—ধ্যান উপাসনা অন্তঃকরণের সহিত করিতে হইবে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফলকথা পরমেশ্বর গুণ সকল সর্ব্বদা স্মরণ করত সংসারে যথা২ কি ঘরে কি বাহিরে দয়া ধর্ম্ম সত্য ক্ষমা ইত্যাদি অবলম্বন করিতে অভ্যাস করিবেক।

পদ্মাবতী। ধ্যান ও উপাসনা কিপ্রকারে করিতে হইবে?

হরিহর। পরমেশ্বরের শক্তি মহিমা ও গুণাদি চিন্তা করিবে। শিশুরা যে প্রকার অকপটে ও সরল চিত্তে বাপ মার নিকট গিয়া সকল কথা কহে সেইরূপে উপাসনা করিবে পাপ করিয়া থাক তাহার জন্য মনের সহিত সন্তাপ করণ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সুমতির ও আত্ম বিশুদ্ধি কারণ প্রার্থনা করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদিতা হইবেক।

---

(৮) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। ৮ সংখ্যা

পদ্মাবতী। মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। গীতার মতে মনঃসংযমের উপায় বলিয়াছি ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে "যে জন নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন তাঁহার সেই সকল বিষয়ে আসক্তি হইয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে। ঐ অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ উপস্থিত করে, ক্রোধ হইলে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা হয় না, বিবেক শূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এবং আচার্য্যের উপদেশ

...হা স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ হয়, ...মো শূন্য হইলে সুতরাং মৃত তুল্য হয়। মনকে বশীভূত ...া মনের অধীন অথচ রাগ দ্বেষ রহিত যে ইন্দ্রিয় সকল ...া বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়"।

...ম্মাবতী। এতো শুনলাম—যে ব্যক্তি গৃহী সে বিষয় ...কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে?

হরিহর। মনঃ সংযমই আসল কথা—মনঃ সংযম হইলেই ...কল দমন হয়, এটি কেবল অভ্যাসের দ্বারা সাধন ...ইতে পারে। আমাদিগের মতে মনুষ্যের ছয় রিপু—কাম ...লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ইংরাজি মতে ইহার শ্রেণি ...কিন্তু প্রধান রিপু দুই—অন্যান্য রিপু সকল প্রায় ...দের অন্তর্গত। দেখ, কাম লোভ মোহ ইত্যাদি প্রেমের ...ং ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য ইহাদের মূল ঘৃণা। প্রেম ও ...স্তু ও ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য হইলেই ভাল মন্দ একারণ ভৌতিক ও অযোগ্য বস্তু এবং ব্যক্তিতে ...া জন্মে ও কাহার উপর ঘৃণা না হয় এমত চেষ্টা ...কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার গুণসকল মনেতে সর্ব্বদা ...কে থাকিলে প্রেমের ভাগ তাহাদিগেরই উপর অধিক ...—তাহার পর পরিবার বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির উপর ... ঘৃণা হইতে অহঙ্কার দ্বেষ হিংসা রাগ পরদ্রোহিতা ...জন্মে। এই সকল রিপু দমন না হইলে মন শুদ্ধ ...

...ম্মাবতী। দ্বেষ হিংসা কি রূপে দমন হয়?

হরিহর। ইহার উপায় প্রথমে আত্ম গৌরবে রত না ...আমি ও আমার সম্বন্ধীয় যাহা তাহাই ভাল, পর ...য় যাহা তাহাই মন্দ, এরূপ চিন্তাতে অহঙ্কার উৎপন্ন অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাচ্ছীল্যতা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় সুতরাং তাহাতে দ্বেষ হিংসার প্রাবল্য ...উচিৎ আত্ম গৌরবে রত না হইবার উপায় ঈশ্বরের মহৎ অদ্ভুত সৃষ্টি ধ্যান করত আপনাকে নম্র জ্ঞান করা ও অন্যের ...ষের আন্দোলন না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার

দোষ যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করা। যখন দ্বেষ হিংসা মনে হইবে তখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে দ্বেষ হিংসা করিতে উপকার? তাহাতে মন সুখি হয় না অসুখি হয়? চিত্তের দণ্ড এইরূপেই হয় ও অন্যে মন্দ গতি প্রাপ্ত যাহাদিগের প্রতি দ্বেষ হিংসা কর তাহাদিগের যদি কোন না থাকে তবে তাহাদিগের জন্য দুঃখিত হও, দ্বেষ হিংসা করিবে?

পদ্মাবতী। রাগের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। রাগ কতদূর থাকা কর্ত্তব্য—পাপ, অত্যাচার, ইত্যাদি দর্শন অথবা শ্রবণে রাগ হওয়া উচিত সে রাগ এতদূর হওয়া উচিত নহে যাহাতে মনের জন্মে অথবা অহিতজনক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। যদি ব্যক্তি আমাদিগকে মারিতে আইসে তবে অবশ্যই আত্ম করিতে হইবেক কিন্তু অল্প বিষয় লইয়া রাগ প্রকাশ করা লোকের কর্ম্ম নহে। রাগ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারের ভাগ অল্প থাকিলে রাগের অল্পতা যৎকালীন রাগের উদয় হয় তৎকালীন দমন করিতে করিলে দমন হইতে পারে—অগ্নির শখা শীঘ্র নির্ব্বাণ পারে কিন্তু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে নির্ব্বাণ কষ্ট সাধ্য রোমদেশের এক জন রাজা রাগের উপক্রম হইলেক পাঠ করিতেন। তাহার তাৎপর্য্য ঐ সময়টুকুতে রাগের হইবে। আমাদিগেরও সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। রাগ স্থিত হইলেই একটু থামিয়া গেলে রাগ পড়িয়া যায়। কেহ নিন্দা অথবা অপমানের কথা কহে তাহা লইয়া লন না করিয়া বিস্মৃত হইলেই রাগের অল্পতা হইবেক। "শত্রু মিত্রের" প্রতি সমভাব করা উচিত হয় তবে রাগ হইলে সে কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?—যেমন দ্বেষ নম্রস্বভাব দ্বারা খর্ব্ব হয় রাগও তেমনি নম্রতার বশীভূত অভ্যাস এ প্রকার করিতে হইবে যেন নম্রভাবে সহিষ্ণুতা পর সম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ চিন্তা না করিয়া মঙ্গল চিন্তা কেবল দয়া সত্য বিস্তীর্ণতা জন্য মনকে সদা নিযুক্ত রাখা

পদ্মাবতী। ভাল তুমি সর্ব্বদা বল ছেলেপুলেদিগকে ভয় দেখাইও না—ভয় কি রূপে দমন হইতে পারে?

হরিহর। "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়—" এটি সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য যদি ধর্ম্ম পথে থাকে তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়—তাহার আর কি ভয় হইতে পারে? যে মানুষ অধর্ম্মে রত তাহার কি ভয়ের সীমা আছে? সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আতঙ্ক ও ভয়েতে থরথর করিয়া কাঁপে। কিন্তু কতক গুলিন ভয় বাল্যসংস্কারাধীন, যথা অন্ধকার ঘরে থাকা, ভূত প্রেতের আশঙ্কা, জল অগ্নি অথবা কোন বৃহৎ বস্তু দেখিলে অস্থির হওয়া। এজন্য শিশুদিগের প্রতি সাবধান পূর্ব্বক হওয়া কর্ত্তব্য।

পদ্মাবতী। শোকের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। শোকের শমতার জন্য মনে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস রাখা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাহা ঘটে তাহা আমাদি-গের মঙ্গলের জন্যই হয়—তিনি বিচার ও কৃপার সাগর—যাহা করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও শুভজনক। আমাদিগের অল্প স্বভাব ও ভ্রম বশতঃ তাঁহার কর্ম্মাদি আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্যের বিপদ ও শোক যদি না হইত তবে অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইত ও ঈশ্বরের প্রতি মনও থাকিত না। সম্পদে মনুষ্য মদবিহ্বল হয়—বিপদে না পড়িলে ধর্ম্ম উপদেশ লয় না। বিপদে পড়িয়া চিত্তের কিঞ্চিৎ অস্থিরতা হওয়া স্বভাবসে ভাল—এতদবস্থায় উত্তম জ্ঞানের উদয় হয়—এ-কারণ ঈশ্বরের সুবিচারে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া চিত্তকে শান্ত রাখা কর্ত্তব্য। বিয়োগ শোক উপস্থিত হইলে আমাদিগের এই ভাবা উচিত—শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী—যখন ঐ আত্মা তাঁহার নিকট গমন করিল তখন মঙ্গলের জন্যই গমন করিল—ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল।

আর ক্রমশঃ কোন২ বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শোকের শমতা হইতে পারে নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইলে শোক বৃদ্ধি হয়।

আমাদিগের যে সকল রিপুর দ্বারা ধর্ম্মের হানি হয় তাহার দমনের বিশেষ২ উপায় বলিলাম। মনুষ্য যদি সর্ব্বদা ভাবে

যে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ," ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান জন্য বোধ করিবে মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করি টানিতেছে ও দেহ শীঘ্র হউক বিলম্ব হউক, অবশ্যই নষ্ট হইবে তবে রাগ দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতির প্রাবল্য হইতে পারে না। প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তাও ধর্ম্ম পথে যাওনের প্রধান কাণ্ডারী।

(৯) গৃহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, আত্মদোষ শোধন। সংখ্যা ৯।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়াছ—আপনার দোষ অনুসন্ধান করিলে পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা খর্ব্বতা হয় ও নম্রতা জন্মে আত্ম দোষ অনুসন্ধান কিরূপে হয়?

হরিহর। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, উভয়েরি ধর্ম্মে বৃদ্ধি হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম্ম। পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা সুমতির স্থৈর্য্য, সাধু সঙ্গ এবং সুবুদ্ধিজনক পুস্তক পাঠ ও সামান্য আত্ম চিন্তন প্রয়োজনীয়। চিন্তা করণের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম ও মনের গতি উল্টেপাল্টে যথার্থ রূপে দেখিলে জানা হইবে—আপনার কিং দোষ হইয়াছে, কি কারণে ঐ সকল দোষ জন্মিয়াছে ও কি উপায়ে পুনরায় না হইতে পারে অ সংকল্পিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মনের সৎ মতি বৃদ্ধি হইতেছে কি না। মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্ম অনুরাগী এজন্য আপনার দোষ দোষ দেখে না, আত্ম দোষ পরিজ্ঞান ও তৎ শোধন জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা আবশ্যক—ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কি হইতে পারে? তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবেক যে মন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ও নির্মল হয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও যথার্থ হয় আর প্রাণি মাত্রেতেই যেন দয়া ধর্ম্ম ও প্রেম বাড়িতে থাকে। যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মে বিখ্যাত হয়েন তাঁহারা আত্ম দোষানুসন্ধান জন্য আপনাদিগের মন ও কর্ম্মাদি প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

বেনজামিন ফ্রান্কলিন নামে মারকিনদেশে এক জন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কহেন কেবল ধার্ম্মিক হওনের ইচ্ছা করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—ধার্ম্মিক হইতে গেলে বিশেষ অভ্যাসের আবশ্যক। তিনি নিম্ন লিখিত এগারটী ধর্ম্ম ক্রমেং অভ্যাস করিয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

১ মিতাহার ও পান।

২ মৌন থাকা অর্থাৎ ব্যর্থ কথা না কহা ও এমন কথা কহা যাহাতে আপনার অথবা অন্যের অপকার না দর্শে।

৩ শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সকল কার্য্যাদি নিয়মিতরূপে করা।

৪ প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্ত্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অবশ্য করা।

৫ পরিমিত ব্যয়—অর্থাৎ এমন ব্যয় করিও না যাহাতে আপনার ও অন্যের কর্ম্মে না লাগে।

৬ পরিশ্রম—মিথ্যা কর্ম্মে সময় ক্ষেপণ না করা।

৭ সরলতা—কপটতা ত্যাগ করা—পরসম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ অযথার্থরূপে চিন্তা না করা।

৮ কাহার প্রতি অত্যাচার করিও না ও যাহার প্রতি উপকার কর, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা অবশ্য করিবে।

৯ ধৈর্য্য—অধীরতা ত্যাগ কর—কেহ অপমান অথবা অপকার করিলে যে পর্য্যন্ত সহ্য সামর্থ্য হয় সে পর্য্যন্ত সহ্য করা।

১০ পরিষ্কারতা—শরীর বস্ত্রাদি ও বাটী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা।

১১ স্থিরতা—অল্পেতে অথবা সামান্য কিম্বা অনিবারণীয় ঘটনায় অস্থির না হওয়া।

১২ শুদ্ধতা—অর্থাৎ পরস্ত্রী গমন না করা।

১৩ নম্রতা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই এগারটি ধর্ম্মের তালিকা করিতেন সায়ংকালে যখন আপন মন ও কর্ম্মাদির বিচার করিতেন তখন যাহা ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্ম হইত তাহার গায়ে কালির দাগ দিতেন। তালিকা পুনঃ দেখিতে কোনং ধর্ম্মে তাঁহার

উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধা হইয়া অভ্যাস করিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল?

হরিহর। পূর্ব্বে তোমাকে বিবি ফ্রাইয়ের কথা বলিয়াছি। তাঁহার ভ্রাতা গরনি সচ্চরিত্রশালী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাত্রে আপনাকে এইরূপ পরীক্ষা করিতেন।

১ আজকি সকল কথাবার্ত্তা ভদ্ররূপে কহিয়াছি? তাহা কি সত্য নির্ম্মল ও পরসম্পর্কীয় সদ্ভাব বিশিষ্ট হইয়া ছিল?

২ অন্য মনুষ্য, যাহাকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করা উচিত, তাহার প্রতি ভ্রাতৃবৎ ভাব কি আমার মনে উদয় হইয়া ছিল?

৩ পরের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিতে হয় তাহা কি অ[illegible] করিয়াছি?

৪ সকল বিষয়ে কি সুস্থির ভাবে ছিলাম—আমার [illegible] কোন অন্যায় বাসনা ও চিন্তা হয় নাই?

৫ কর্ম্ম কি মনোযোগ পূর্ব্বক করিয়াছি—অদ্য কি বিদ্যাভ্যাস জন্য প্রকৃত সময় দিয়াছি?

৬ পরমেশ্বরের ভয় ব্যতিরেকে আমার মনে অন্য ভয় [illegible] উদয় হইয়াছিল?

৭ অদ্য কি আমি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে চলিয়াছিলাম—অর্থাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না এই [illegible] মনে হইয়া ছিল?

৮ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কি সকল কর্ম্ম করিয়াছি?

৯ তাঁহাকে কি প্রাতে ও সায়াহ্নে ভজনা করিয়াছি?

পদ্মাবতী। এরূপ উপদেশ আর কাহার আছে?

হরিহর। গ্রীসদেশে পাইথেগোরস নামে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন—নিদ্রা যাওনের অগ্রে দিবসে যাহা২ করিয়াছ তাহা এইরূপ পর্য্যালোচনা কর। মন্দ কর্ম্মের বিপরীত আমি কি করিয়াছি? আমি কি করি[illegible] ছিলাম? যে২ কর্ম্ম সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য তাহা কি[illegible]

করিয়াছি? এই প্রকার প্রথম কর্ম্ম ধরিয়া পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে যাহা মন্দ করিয়াছ তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং যাহা ভাল করিয়াছ তাহার জন্য তুষ্ট হও"।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সভায় পঠিত সপ্তম ব্যাখানে কহিয়াছেন "পুরুষের উচিত যে আপনার অন্তঃকরণগত দোষের অন্বেষণে বিশেষ চেষ্টা এবং তাহার উপশমার্থ সর্ব্বদা যত্ন করেন। এই সকল অন্তঃকরণ গত অনিষ্টকারি ও ইষ্টকারি ধর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং আমাদিগের পরীক্ষার নিমিত্তে হইয়াছে"।

ফলতঃ ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হইতে গেলে নির্জ্জনে বসিয়া আত্মার মহত্ব ও ঐহিক সুখের অসারত্ব পুনঃ২ ধ্যান করা আবশ্যক, যাহা করিলে রিপু সকল বশীভূত হইয়া আইসে এবং মনঃ সংযম ও মনোজ ও কর্ম্মজ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও নিবারণের চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ মনের বিশুদ্ধত্ব হয়। মনুষ্যেরা সংসার মধ্যে বিষয় ব্যাপারে ও ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন থাকায় অধিক অংশ লোক এ প্রকার সাধনায় মনঃ নিবেশ করে না। মনঃসংযম সাধনের উপায় এই যে মনকে এই রূপে রাখিতে হইবে যে কোন প্রকার মন্দ চিন্তা অথবা অপরিমিত বাসনা মনের মধ্যে উদয় অথবা স্থায়ি না হয়। যদি উদয় হয় তবে তৎক্ষণাৎ দূর করা কর্ত্তব্য নতুবা কোন না কোন সময়ে তাহাতে হানি হইবেক।

আত্ম দোষানুসন্ধানও আত্মদোষশোধনের প্রধান ব্যাঘাত এই মনুষ্য আত্ম গৌরবে এমন রত হয় যে আপন দোষ দেখিয়াও দেখে না এবং অন্যে উল্লেখ করিলে বিরক্ত হইয়া উঠে, এই প্রযুক্ত সংসারে তোষামোদের প্রাবল্য হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মব্রতী লোক স্বীয় দোষ অন্য কর্ত্তৃক কথিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি আপন দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন তাঁহার আত্মগৌরবী জন্য অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।

(১০) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সত্য কথন। ১০ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়া থাক সর্ব্বদা সত্য কহিবে—এক্ষণে তাহার উল্লেখ কেন করিলে না?—শাস্ত্রেতে কি বিধি আছে?

হরিহর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্ম্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ মনেতেও আনিবে না"; মিথ্যা কহা পাপ কর্ম্ম অতএব কদাপি কহা কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে সত্য কত আদরণীয় তাহা শুন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।
সত্য বাক্যের দ্বারাই ইহামুত্র জয় হয়, মিথ্যায় কখন হয় না।

শ্রুতিঃ।

সত্যমায়তনং।
যে ব্যক্তি সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আধার হন।

কেন শ্রুতিঃ।

মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।
মৌনব্রত অপেক্ষা সত্য কথন শ্রেষ্ঠ।

মনু সংহিতা।

সকল ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্বাৎ সত্যস্য পৃথগুপাদানং।
সত্য সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ এ কারণ পৃথক গৃহীত হইয়াছে।

কুল্লুকভট্ট।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন গমঃ।

সকলের নিয়ম কর্ত্তা ও পাপের দণ্ড দাতা, প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মা, যিনি তোমার অন্তঃকরণে অন্তর্যামি রূপে আছেন, মিথ্যা কথনের দ্বারা তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা, যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ হয়েন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম্ম হয়, অতএব সত্য কথনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তদ্

নাই নিষ্পাপ হইবে সুতরাং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে গমনের প্রয়োজন নাই।

মনুসংহিতা

সত্যই যাহার ব্রত এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার অধীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সত্য পালন যে পরম ধর্ম্ম তাহা যে রূপ শাস্ত্রে আছে সেই রূপ লোকের বিশ্বাস ও সংস্কারও ছিল। সত্য পালনার্থে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ত্যাগ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া শূকর চরাইয়াছিলেন,— সত্য পালনার্থে মহাবীর ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই,—সত্য পালনার্থে রামচন্দ্র বনে গমন করেন— সত্য পালনার্থে পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করেন,—সত্য পালনার্থ কর্ণ আপন পুত্রকে বিনাশ করেন,—সত্য পালনার্থ অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসর বনচারী হয়েন। শকুন্তলা পুত্রের সহিত দুষ্মন্ত রাজার নিকট গিয়া যখন আপন পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং বলিলেন তুমি তপস্বিনী, তোমাকে আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তলা সক্রোধে বলেন।

মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যাতুল্য পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা না পাই তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা॥
হেন মিথ্যা বাদী তুমি হইল নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহা উচিত না হয়॥

আদিপর্ব্ব।

ধনপতি সৌদাগর সিংহলে যাইয়া শালবান রাজাকে বলিয়াছিলেন কালিদহে কমলে কামিনী দেখিয়াছি, সিংহলাধিপতি তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করত কাণ্ডারিদিগের সংকল্পন কালীন বলেন।

সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা যদি নয়।
হেন মিথ্যা হেতু কেহ নাহি করে ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্য নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় করে পিণ্ড দান ধরে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণী সম ধর্ম্ম না শুনি শ্রবণে।
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে॥
অবনী বলেন আমি সভাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাহি সই।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রাজা যুধিষ্ঠির বিখ্যাত সত্যপরায়ণ ছিলেন। শা[illegible] বাক্যানুসারে তিনি সত্য কথন জন্য সশরীরে স্বর্গে গমন ক[illegible] কিন্তু তাঁহারও একবার নরক দর্শন হইয়াছিল কারণ দ্রো[illegible] কালীন ছলে মিথ্যা কহিয়াছিলেন। সত্য ঈশ্বরের অং[illegible] ভ্রষ্ট হইলেই অনর্থ ঘটে।

পদ্মাবতী। তবে তো সত্য পরমপদার্থ! সকল[illegible] কর্ত্তব্য যে শৈশবাবস্থা অবধি শিশুদিগকে সত্য পা[illegible] অভ্যাস করান।

---

(১১) গৃহকথা—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়[illegible]
—সংখ্যা ১১।

পদ্মাবতী। আমরা সকলে উপাসনা করি ব[illegible] আমরা যাহা চাহি ঈশ্বর তাহা কি দেন?

হরিহর। উপাসনা করাই অমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তে কাহারো উপদেশ অপেক্ষা করে না—আপনা আপনি উদয় হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—আমাদিগের সৃষ্টি-—পালন কর্ত্তা—সংহার কর্ত্তা—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন করিতে পারেন। এমন দেশ নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত না হয়, এই জন্য নানা দেশের লোকেরা প্রকারে উপাসনা করে এবং নাস্তিক ভিন্ন বিপদে পড়িলে কে সকলেই ডাকে। লোকে আপনং প্রবৃত্তি অনুসারে প্রকার প্রার্থনা করে, সেটি আমাদিগের স্বভাব কিন্তু রের বিবেচনায় যাহা বিচার সংগত তাহাই গ্রাহ্য হয়।

পার্ব্বতী। যদি ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই তবে উপাসনার ফল কি ?

হরিহর। এ কথাটি অনেকে বলিয়া থাকে। উপাসনার ফল এই যে ঈশ্বরকে পুনঃ২ ধ্যান করিলে মনের স্থিরতা, উৎপত্তি হয়। আমাদিগের মন রিপু সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির পরিপূর্ণ। এই সকল মলা যিনি পবিত্রাধার তাঁহার আনুকূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে? এর উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হওনেরও অন্য উপায় মনের ভাব সরল চিত্তে মুখে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে ভাব মনে বৃদ্ধিশীল হয়। মনুষ্য মনের সহিত পরমেশ্বরের ও গুণাদি যত ধ্যান করে ততই নম্রতা, সত্য, সরলতা, দয়া, শুদ্ধতা ইত্যাদি ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর সাংসারিক জন্য প্রার্থনা করাও আবশ্যক কারণ তাহাতে প্রার্থিত উদ্যম জন্মে। উদ্যম ও চেষ্টা ব্যতিরেকে সাংসা- কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর দয়ালু, কে অবশ্য আহার দিবেন—ভূমি কর্ষণ করণে কি প্রয়ো- তবে শস্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সৃষ্টির এই যে উৎসাহী ও উদ্যোগী না হইলে কৃতকার্য্য হওয়া না। এ স্থলে একটা সামান্য কথা আছে তাহা বলা আব- । এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছিল, দৈবাৎ তাহার ড়ি নরদমায় পতিত হইল। গাড়োয়ান জোড় হস্তে দেবতার

আরাধনা করিতে লাগিল, দেবতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি আনুকূল্য করিতেছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে … দিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা সেইরূপ ফল।

পদ্মাবতী। ভাল—মোক্ষ কি?

হরিহর। এক মতে মোক্ষের অর্থ নির্ব্বাণ অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হওন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দ্বাদশ … লেখেন "মনের শান্তি হইলেই জ্ঞানির, তাহাকে মোক্ষ কহে, এবং পঞ্চদশ সর্গে লেখেন "ভোগ ত্যাগের নাম মোক্ষ … নয়"। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য্য ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ ও … সংযম যেহেতু ঐ গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে লেখেন "কায়ক্লেশ কারণ … এবং তীর্থ স্নানাশ্রয় এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপ… দর্শে না কেবল মনোজয় দ্বারাই পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়" এবং … বিংশ সর্গে লেখেন "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ … ক্ষুদ্র চিত্ত অজ্ঞানি লোকের হয়, উদার চরিত জ্ঞানির … জগতের সকল লোকই কুটুম্ব"। এবং চতুর্বিংশতিতম … লেখেন "যে জ্ঞানী আত্মার ন্যায় সকল প্রাণিকে দর্শন … এবং পর দ্রব্য স্বভাবতঃ লোষ্ট্রন্যায় বোধ করেন কেবল … ক্রমে করেন এমত নহে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দর্শন করেন" অতএব এই সকলই "মনের শান্তির" লক্ষণ বলিতে হইবে।

পদ্মাবতী। পাপ কর্ম্ম করিলে কোন্ প্রায়শ্চিত্ত উচিত?

হরিহর। অকপটে সন্তাপ ও পাপ না করণের … প্রতিজ্ঞাই পাপশান্তির উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রস্তাব করিলে শুকদেব কহেন :—

রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তদ্দ্বারা পাপ একেবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা … হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী যে সকল অবিদ্বান্ পুরুষ, তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার … পুনরায় পাপান্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আর এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত …

তাহার উপর এই, জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। (১০) নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন করিলে ক্রমেং ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, একেবারে লভ্য হয় না, যেমন যে ব্যক্তি নিত্য কেবল পথ্য অন্নই আহার করিয়া থাকে তাহাকে অভিভব করিতে ব্যাধি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার ন্যায় সংযমী পুরুষও ক্রমেং তত্ত্বজ্ঞানার্থ সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা ব্রহ্মচর্য্য শম (মনের সংযম) দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দান, সত্য, শৌচ, যম অহিংসা। অথবা নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায় মনোবাক্য জন্য সুমহৎ দুষ্কৃতকেও, অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্ম নাশের ন্যায়, সম্যক্ রূপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (১২) অতএব ঐ জ্ঞানরূপ প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য। পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্তও আছে। অর্থাৎ বাসুদেব পরায়ণ কোনং ব্যক্তি সূর্য্যদেব কিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় কেবল ভক্তি দ্বারা সকল কলুষ সম্যক্রূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। (১৩) হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের সেবা করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে তপস্যাদি দ্বারা তদ্রূপ তাহার পবিত্রতা জন্মে না। (১৪) অতএব এই লোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম কল্যাণদায়ক। এ পথে কোন প্রকার বিঘ্নাদি সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ সুশীল দয়ালু নিষ্কাম ও নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই বর্ত্মে বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে সাধনের অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্ম্ম মার্গের ন্যায় পাষণ্ডিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫)

শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠ স্কন্ধ।

(১২) গৃহকথা—পতিব্রতার লক্ষণ সংখ্যা ১২।

পদ্মাবতী। শাস্ত্রে পতিব্রতা বিষয়ে কি লেখে?

হরিহর। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা স... উপস্থিত নাই যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা শুন।

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।

যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মনঃ কখন পতি ভিন্ন অন্য পু... কামনা না করে, যাহার বাগিন্দ্রিয় অসদ্বুদ্ধিতে পরপুরু... নামোচ্চারণ না করে, যাহার দেহ কখনই পরপুরুষ স্পর্শ ক... না, তাহাকেই সাধু পুরুষেরা পতিব্রত বলিয়া সম্বোধন ক... তিনিই পতির সহিত অনন্ত স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

মনুসংহিতা।

অনুকূলা ন বাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা। এ...
গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।

যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা। ...
প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা ইতরা জরা॥

যে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্য্যে ... সদাচার যুক্তা, পতিব্রত ও গুণ যুক্তা হয়েন তিনি গৃহ... মের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামির অবস্থা ও সম্মানের প্রতি... রাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সর্ব্বদা প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপরা... তাঁহাকেই যথার্থ রূপে ভার্য্যা বলা যায়, তদ্ভিন্ন ভর্ত্তৃ বি... অপতিব্রতা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে ভার্য্যা না হইয়া কেবল... স্বরূপ হয়।

দক্ষসংহিতা।

মনুসংহিতায় ও কাশীখণ্ডে লেখেন যে গৃহে পতি ও... উভয়ে প্রেমরসে নিমগ্ন থাকে সে গৃহ মঙ্গলের আ... কাশীখণ্ডে আরও লেখেন যে স্বামী অন্য স্ত্রীতে উপগত...

পতিব্রতা পত্নী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনুকূল [illegible]বেন। যাহা মনুসংহিতায় লেখা আছে তাহাও শুন।

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ।

[illegible]দি দৈবযোগে স্বামী সদাচারশূন্য কিম্বা পরস্ত্রীতে আসক্ত, [illegible]বা পতির যে সকল গুণ আবশ্যক সেই সকল গুণে [illegible]ন হয়েন, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা না [illegible] দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মানুষকে এক প্রকার বেঁধে [illegible] স্বামী গুণী হউক বা নির্গুণ হউক, তাঁহাকে সর্ব্বতো [illegible] ভক্তি করা উচিত বটে কিন্তু অধার্ম্মিক হইলে কি তত [illegible] পারে?

হরিহর। আমি কি বলিব?—যাহা শাস্ত্র তাই বলিতেছি [illegible] পতি ধর্ম্মচ্যুত হইলে পূজ্য হইতে পারে না এজন্য পতি-কর্ত্তব্য যে কোন অংশে পতিত না হয়েন।

পদ্মাবতী। ভাল পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি লক্ষণ?

হরিহর। ব্যাস সংহিতায় লেখেন।

নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ন্।
নচ কেনাপি বিবদেদপ্রলাপ বিলাপিনী॥
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমোহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ॥
নাস্তিক্যসাহসস্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ॥

পতিব্রতা স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, নিষ্ঠুর বাক [illegible]বহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে[illegible] কাহারো সহিত নিরর্থক কোন কথা কহিবেন না, পতি [illegible]র্ম্মার্থ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, এবং নিরর্থ [illegible]কা, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষা, ছল, অভিমান, খলত [illegible]হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌ[illegible]

দম্ভ, এই সকল মহানিষ্টকর দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লেখেন ভার্য্যা স্বামির প্রতি সমান উত্তর করিবেক না ও প্রহারিত হইলেও ক্রোধ করিবেক না যে "পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ পোষণ কর্ত্তা, পতিই দেবতা, পতিই গুরু, সকল গুরু হইতে পতি গুরুতর, পতি হইতে অধিক গুরুতর কেহ নাই"।

নারদ মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্ত্রীধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

হে রাজন্! অতঃপর স্ত্রীধর্ম্ম বলি শুন। পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলবর্ত্তিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অনুবৃত্তি করা, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। (২৪) এই ধর্ম্ম চতুষ্টয় বিশিষ্টা সাধ্বী নারী সদা মণ্ডিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন ও গৃহ সুগন্ধীকরণ, তথা উচ্চাবচ কাম, বিনয়, দম, সত্য ও প্রিয় বাক্য এবং প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে পতিসেবা করিবেক আর গৃহের উপকরণ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেক। (২৫) স্বপতি যথালাভে সন্তুষ্টা হইবেক, তাহা মাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেক না, সদা অনলসা ও ধর্ম্মজ্ঞা হইবেক, সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা অবহিতা, সদা শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া মহাপাতক শূন্য ভর্ত্তার ভজনা করিবেক। (২৬) হে রাজন! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন তিনি লক্ষ্মী তুল্যা হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হইয়া থাকেন। (২৭) শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পতিব্রতা স্ত্রীর সদা পতি সেবা এবং বিদেশ গেলে বিশেষ২ নিয়ম পালন করিতে হয়, সে সকল বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহুল্য হইয়া পড়িবেক।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ যাহা শুনিলাম তাহা আমি কতক২ জানিতাম। যাহাহউক, পুরুষ জাতি আপন সুবিধা ভাল বুঝে।

যাইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় পত্নীকে মা
নিকটে রাখিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করাতে সীতা ব
দেন। স্বামি বিনা আমার কিসের গৃহ বাস।

তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামি বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি।
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী?
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
সব দুঃখ ঘুচিবে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

বনে রামচন্দ্র বনিতা ও অনুজ সহ কিছুকাল ভ্রমণ ক
অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী প
ব্রতা, সীতাকে দেখিয়া বলিলেন মা! তুমি রাজকন্যা
সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া স্বামির সঙ্গে যাইতেছ ইহাতে
পিতৃ ও শ্বশুর দুই কুল উজ্জ্বল করিলে—জানকী তুমি
রাম বহু তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছেন।

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল শ্যাম।
স্বামি বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥

আরণ্যকাণ্ড।

পরে পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হয়েন এবং দুরাচার রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সর্ব্বোপরি মহারাণী করণের প্রস্তাব করে, জনক দুহিতা তাহাতে কোপান্বিত হইয়া তিরস্কার করেন। দশানন বারম্বার ধনৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া সীতার মনোলোভ জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী স্বামী ব্যতিরিক্ত আর কাহাকেও জানে না---এমত রমণীর মন কে বা ঐশ্বর্য্যে কিম্বা পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে চঞ্চল হইতে পারে। রাবণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছিল ও তাঁহার মন পরিবর্ত্তন জন্য চেড়ী দ্বারা প্রহার করাইত, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, অতএব পরে স্বয়ং যাইয়া, নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বিস্তর কাকুতি বিনতি করে। তাহাতে সীতা উত্তর করেন।

কি হেতু রাবণ মোরে বলিস কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥ সুন্দরাকাণ্ড।

অনন্তর রাম সাগর বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করেন। সীতার উদ্ধার হইলে রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই সন্দেহ প্রকাশ হইলে জানকী অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শ্বশুর তুমি হেন পতি।
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি?
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥
সবেমাত্র ছুইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে?

লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার পরীক্ষা হইলে অনুজ সহিত রামচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছু কাল রাজ্য করিয়া সীতার সতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্ব্বার সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ছল পূর্ব্বক তাঁহাকে বনবাস দেন। বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জানকী এমত কাতর হন যে সকল যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্য আপন প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কেবল সসত্ত্বা প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত হন স্বামী কর্তৃক অপমানিত ও ক্লেশে পতিত হইয়াও তিনি দুঃখে রোদন করিতে২ বলিয়াছিলেন।

রাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে।
আমা হেন কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে॥
উত্তরাকাণ্ড।

ঐরূপ পতিব্রতাত্ব ও ক্ষমাশীলত্ব শুনিলে কে না আশ্চর্য্যেতে মগ্ন হয়? অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত হইলে পিতা পুত্রে ঘোর যুদ্ধ হয় পরে পুত্রদ্বয় বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া রামায়ণ গান করে তখন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করত তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেন। সেই সংবাদ শুনিয়া সীতা অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামির নিকটে আসিয়া প্রণাম করেন তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে সভার মধ্যে পুনর্বার পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন। সীতা সেই প্রস্তাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া অন্তর্ধান হন ও প্রস্থান কালীন বলেন

জন্মে২ প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি॥
উত্তরাকাণ্ড।

পদ্মাবতী। সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে দিন সুখে যায়।

(১৪) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী। সংখ্যা ১৪।

পদ্মাবতী। আরং পতিব্রতাদের কথা বল দেখি।

হরিহর। যেং পতিব্রতা নারীর কথা স্মরণ হয় তাহা ...দেরং বলিতেছি।

(১) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাবিত্রী ...ম এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা পরম সুন্দরী এবং

রূপের সমান তাঁর গুনের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ না হয় অন্য মতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে অতি সুপ্রবীণা।
প্রিয় বাক্য বাদিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥

বনপর্ব্ব।

...বিত্রীর "পবিত্র আচার" দেখিয়া তাঁহার জনক তাঁহা- ...সঙ্গে রথ আরোহণ করাইয়া আপন রাজ্যে ...করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক দিবস বন পর্যটন ...সাবিত্রী এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তথায় ...রাজ কুমারকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাটী প্রত্যা- ...করিয়া জননীকে বলিলেন—মা! অমুক ঋষির আশ্রমে ...বান নামে এক রাজপুত্র আছেন, আমি তাঁহাকে মনেং বরণ ...য়াছি। মাতা ইহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন। পরে তাঁহা ...পরস্পর বলাবলি করিলেন, সত্যবানের কোন্ বংশে জন্ম ও ...র কি ধর্ম্ম, আমরা কিছুই জানি না—কন্যারও বয়স ...যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ" কিছুই বিবেচনা করিতে ...েন না। এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন ইতি মধ্যে একজন ...আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে ...বলিলেন সত্যবান কুলে শীলে ও রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারেই ...কিন্তু তাহার এক বৎসরের পর ফাঁড়া আছে, এবং এক্ষণে ...হার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন, এজন্য

ঐ সম্বন্ধ ভদ্র নহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনি তনয়াকে বলিলেন—সাবিত্রি! ঐ মানস ত্যাগ কর, আমি তোমাকে স্বয়ম্বরা করাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমার আনয়ন করাইব. তোমার আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বরণ করিও, বিধবা আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়া আমরা তোমার কথায় কেমন করিয়া সম্মত হইতে পারি? সাবিত্রী করযোড়ে বলিলেন।

শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত্ নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবনে মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিপদ যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন?
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম্ম?
ধিক্ ২ সে ছার সুখের অভিলাষ!
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব?
কু কর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব॥

বনপর্ব্ব।

পরে রাজা সত্যবানকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত সমারোহ পূর্ব্বক তনয়ার বিবাহ দিলেন। অনন্তর সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামির আশ্রমে থাকিলেন। সত্যবান বনে যাইয়া সর্ব্বদা ফল মূল কাষ্ঠ আহরণ করেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে দয়াবতী ভার্য্যা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। এক দিন দুইজনে বনে প্রবেশ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা প্রকার রম্য দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন।

ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কি বা গেলে জল পানে ?

পদ্মাবতী। আহা! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর!

হরিহর। এই রূপ শোকে বিহ্বলা হইয়া কিঞ্চিৎ যাইয়া এক মুনিকে দর্শন করিয়া

দময়ন্তী বলিলেন পতি বিরহিণী।
এই বনে হারালাম মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই স্থানে।
হারা ধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥

বনপর্ব্ব।

পরে দময়ন্তী সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে কিছু [illegible] অবস্থিতি করিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন ও মাতাকে [illegible] মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন।

জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কর মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে॥
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥

বনপর্ব।

দুহিতার কাতরতা দেখিয়া পিতা মাতা নানা দেশে ন[illegible] অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে শীঘ্র আন[illegible] কন্যার ভৌতিক পুনঃ স্বয়ম্বর হওন সমাচার ঘোষণা [illegible] ইয়া দিলেন। নল ছদ্মবেশে অশ্বশালে আসিয়া উ[illegible] হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া দময়ন্তী অশ্রুবারি [illegible] প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্র দর্শন করত পূর্ব্ব দুঃখ প্রকাশ ক[illegible] লাগিলেন। নল পত্নীকে বলিলেন "যেই নারী প[illegible] না ধরে স্বামির কথা, স্বামি দোষ নয়নে না দেখে" [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তুমি কোন্ বরকে মাল্য দিবে?

দময়ন্তী জোড় করে বলিলেন—প্রাণনাথ! [illegible] তোমার জন্যই কুললাজ ত্যাজিয়া এই কর্ম্ম করি[illegible]

...স্থানে দূত গেল, অনেক স্থান হইতে অনেক সংবাদ ...লাম—কিছুতেই নির্ণয় না হওয়াতে অবশেষে মনে বিচার ...লাম যে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব। তোমার ...তি আমার মন যে রূপ তাহা পরমেশ্বর জানেন— ...না ভিন্ন অন্য পুরুষকে আমি নয়নের কোণেও কখন ... নাই—

...দি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ, বাহির হউক ...”।

...নল স্ত্রীর পতিব্রতাত্ব নিশ্চয় জানিয়া প্রেমার্দ্র চিত্তে ...রিপ্পার মুখচুম্বন করত স্বদেশে গমন করিলেন।

... লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্ত্রী, তিনিও বড় পতিব্রতা ... কাশীখণ্ডে তাঁহার যে রূপ বর্ণনা আছে তাহা ...

...পামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারি।
...তি সেবা নিযুক্ত সতত সুআচারি।
...তি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী।
...া যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি॥
পতির অধিক কার প্রতি নাহি জ্ঞান।
...তিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।
পতির অধিক নাহি হয় কোন জন॥

... প্রাগ্‌জোতিষ দেশে শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তা বড় ...তা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা নলের ন্যায় রাজ্য চ্যুত ... পত্নী সহ বনে গমন করেন। সম্মুখস্থ এক নদী দিয়া ... সদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতে ছিল দৈবাৎ তাহার ...চড়ায় আটক হয়। বনের কাঠুরে রমণী সকলকে ... তরী তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে ...ল হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। ইহা ... সদাগর বুঝিল এই স্ত্রীলোকের নৌকা উদ্ধার ... বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই সংস্কারে চিন্তাকে বল

পূর্ব্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া নিলেন। শ্রীবৎস...
এই বিপদে পড়িয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।
আপন প্রার্থনা অনুসারে মনঃপীড়া হেতু জরাযুক্ত হই...
অনন্তর বহুদিবস পরে পতি দর্শনে পুনরায় যৌবন প্রা...
হয়েন

(৭) ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী ছিলেন। কালকে...
ধন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বাস করিলে, কলিঙ্গ ...
হিংসা প্রযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে বন্ধন ক...
ঐ সময়ে ফুল্লরা ব্যাকুল হইয়া বলেন।

> নামারহ বীরে শুনহে কোটাল।
> গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার।
> ক্ষারে নাহি অই রাজ কারো এক পণ।
> বুঝিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥
> নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
> অসিঘাত করি আগে ফুল্লরাকে হান॥
> তবে সে করিবে তুমি বীরে প্রাণ দণ্ড।
> পিতৃ পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নি কুণ্ড॥
>
> কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(৮) পতিব্রতা স্ত্রী নীচ জাতিতেও জন্মে, তাহার ...
দর্শাইলাম আরও এক প্রমাণ দিতেছি।

খুল্লনা উজানি নগরের লক্ষপতি বণিকের ক...
তাঁহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে সখী সহিত খেল...
করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটা পারাবত ভীত ...
তাঁহার অঞ্চলে পড়িল। খুল্লনা ঐ পক্ষিকে বস্ত্র আ...
করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উজানি নগরের ...
পতি বণিক দনাই পণ্ডিত সহ শীঘ্র আসিয়া বলি...
সুন্দরি! এ পারাবত আমার, ইটি আমাকে দেও। খুল্ল...
প্রত্যুত্তর করিলেন—পায়রা প্রাণ ভয়ে আমার শরণ লই...
আমার কর্ত্তব্য প্রাণ দিয়া শরণাপন্ন প্রাণিকে রক্ষা করা এ...
পায়রা কখনই দিব না। পরে ঐ অবলার সৌন্দর্য্য ...

দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং অচিরাৎ কাষ্য জন্য গৌড় দেশে যান। খুল্লনা স্বীয় সপত্নী লহনার থাকেন। হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া লহনা খুল্লনাকে নানাবিধ ক্লেশ দেন—তাঁহাকে প্রহার করিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার লইয়া খুঞা পরাইয়া ছাগ রক্ষণার্থ নিযুক্ত ও কেবল খুদ সিদ্ধ আহার দিয়া অর্দ্ধাশনে রাখেন। সকল অঙ্গ আচ্ছাদন হইত না তাহাতেই সারিয়া লইয়া ও পাত মাথায় পাগলিনী প্রায় খুল্লনা ছাগের গমন করিতেন। চতুর্দ্দিগে নবং কুসুম,—শস্য সকল ভাযয়মান—গো মহিষ মেষের ধ্বনিতে দিগাল্ব সকল ত—দূরস্থ নব মেঘে সুশোভিত পর্ব্বত, নানা পক্ষির এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করত খুল্লনা যাইতেছেন। ছাগ সকল স্বাধীনত্ব আনন্দে একং বার দৃষ্ট অগোচর ও রক্ষক যেন অমূল্য ধন হারা হইয়া প্রাণ ভয়ে পর্ব্ব- র উঠিয়া "সর্ব্বশী" বলিয়া একং বার ডাকিতেছেন ও বার নিম্নে আসিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়া তরু গুল্ম লতাকে করিতেছেন, আমার "সর্ব্বশীকে" তোমরা কি লুকাইয়া আছ? বসন্তের আগমন—নবং পল্লব সকলের কিবা শো- অশোক কিংশুক কেতকী ধাতকী জাতি জুতী শেফালিকা মল্লিকা জবা—সহস্রং নানা বর্ণ ও গন্ধযুক্ত পুষ্প বিকসিত আছে—অজয়ের নীর তীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে— বায়ু যেন জীবন উদ্দীপন করিতেছে, খুল্লনা ক্লেশ- ও দুঃখে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিতেছেন ও পতি মনঃ সন্ধিত খেদসিন্ধু নেত্র কমণ্ডলু হইতে নির্ঝরিত হই- জনকের আলয় নিকটেই ছিল কিন্তু পতিপ্রাণা, পতি পতি নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়া এইরূপ ক্লেশে কালযাপন অবশেষে পতি প্রাপ্ত হন। যদিও খুল্লনা যৌবন কালে র তাড়না বশতঃ গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী বনেং ভ্রমণ ছিলেন তথাপি তাঁহার মন এমন পবিত্র ও চরিত্র এমন যে সকলেই তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিত। কিন্তু

দিন পরে রাজ আজ্ঞায় ধনপতি সিংহলে গমন করেন, তাঁহার উদ্দেশ না হওয়াতে ফুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করত তাঁহাকে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। যেপর্য্যন্ত পতি অনুপস্থিত ছিলেন সেপর্য্যন্ত খুল্লনা গৃহে ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন।

(৯) আর এক জন পতিব্রতার উপাখ্যান বলি, সে কিছু অসম্ভব বটে কিন্তু পতিব্রতার উদাহরণ পক্ষে [illegible] বেহুলা নিছানি নগরের শাই বণিকের কন্যা। চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নখিন্দরকে বাসর ঘরে সর্পে দংশন করে বেহুলা মৃত পতির দেহ কলার মান্দাসে লইয়া ভাসিয়া দেশান্তর যান। যাত্রা কালীন সকলেই নিবারণ করে ঐ অবলা কাহারো কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনর্ব্বার [illegible] নতুবা জীবনে জীবন ত্যাগ করিব এই প্রতিজ্ঞা করেন। [illegible] স্থানেং দুষ্টলোকে তাঁহার অনুপম রূপে মোহিত হইয়া পরিহাস ও মলোলাভার্থ নানা ছলনা করে কিন্তু ঐ দৃঢ় ধর্ম্মপরায়ণা কোন কথা কর্ণে না দিয়া আপন ইষ্টদেবতার [illegible] ও পতি প্রাপ্তির নিরন্তর প্রার্থনা করেন। পরে পতি জীবিত হইলে তাঁহাকে লইয়া প্রথমে পিতার আলয়ে ছদ্ম [illegible] যান অবশেষে শ্বশুরের ভবনে গমন করেন।

(১৫) গৃহকথা—স্বামির কর্ত্তব্য। ১৫ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তো শুনিলা। স্বামির কি করা কর্ত্তব্য বলদেখি।

হরিহর। এই প্রশ্নে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম এক্ষণে বলি শুন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লেখেন

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
নত্যজেত্ ঘোর কষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃত স্তেন ভবন্তি প্রিয় এ বসঃ॥

ভার্য্যাকে কদাপি তাড়না করিবে না এবং মাতার ন্যায় প্রতিপালন করা উচিত এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা হইলে ঘোর দোষেও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি পতিব্রতা ভার্য্যাকে তুষ্ট রাখে তাহা কর্ত্তৃক সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিত হয় এবং তিনি সকলের নিকটে প্রিয় হয়েন।

শকুন্তলা যাহা দুষ্মন্ত রাজাকে বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায় রাজা সর্ব্ব কর্ম্ম কারী॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
যে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥

আদিপর্ব্ব।

স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে সুখি করিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা স্ত্রীর সুখ কি রূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর—স্বামী সচ্চরিত্র ও ধর্ম্ম পরায়ণ হইলে স্ত্রীর যেমন সুখ হয় এমন কি অলঙ্কার ও ধন প্রদানে হয় না। যেমন স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে তাহা সতীত্ব প্রাণপণে রক্ষা করে—সেইরূপ স্বামিরও এই কর্ত্তব্য "মাতৃবৎ পরদারেষু"—পরের দারাকে মায়ের ন্যায় জ্ঞান করে।

যিনি সৎ স্বামী হন তিনি পরের স্ত্রী পরমা সুন্দরী হইলেও তাহা মনেতেও অভিলাষ করেন না।

রাবণ বধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে ক্লান্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—হে রঘুনন্দন! আপনি অনেক দিন অনাহার ছিলেন—আপনকার অনেক ক্লেশ হইয়াছে কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। দাসীগণ কস্তুরী ও চন্দন দ্বারা আপনার কোমল তনুকে নির্ম্মল করুক এবং সুন্দর যুবতী কন্যা আপনার সেবাতে নিযুক্ত হউক। রামচন্দ্র উত্তর করেন।

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম্ম ময়।
পরনারী চোর তুমি মম মনে লয়॥

পর পত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ সুখ দূরে যাক না চাই নয়নে॥
কোটি কোটি দেব কন্যা এক ঠাঞি করি।
সীতা তুল্য তার কেহ না হয় সুন্দরী॥

নেপলিয়ন বোনাপার্টি ফরাস দেশের রাজা ছি
সেই সময়ে মাদাম ডাস্তাল নামে এক পরমা সুন্দরী
পণ্ডিতা নারী তাঁহার রাজ্যে থাকিতেন। তিনি
সৌন্দর্য্য মদান্বিতা হইয়া একদা রাজার নিকট আ
জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন! আপন রাজ্যে পরমা
রমণী কে? রাজা উত্তর করিলেন আমার চক্ষে আমার
পত্নীই পরম সুন্দরী।

যে রূপ সাধ্বী স্ত্রী আপন স্বামি ভিন্ন অন্য পুরুষকে
দেখেন না, সেই রূপ সৎ স্বামীও আপন স্ত্রী ব্যতিরেকে
স্ত্রীকে সুন্দরী দেখেন না।

পদ্মাবতী। ধর্ম্মশীল স্বামি হইলে স্ত্রী যেমন সুখি
এমন বস্ত্র অলঙ্কারে হয় না এটি সত্য বটে কিন্তু
গলগ্রহেও বড় অসুখ।

হরিহর। যিনি সৎ স্বামী তাঁহার এক স্ত্রী থা
দুই স্ত্রীতে কখনই মতি হইতে পারে না। পুরুষের এক
আর দুই মন নহে—মনের ভাগাভাগি হইলে যোলয়ানা
বাসা হওন অসাধ্য। মিতাক্ষরার বচন অনুসারে দ্বিতীয়
গ্রহণ স্বেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। যদি প্রথম স্ত্রী সুরা
রত, ব্যধিত, ধূর্ত্ত, বন্ধ্যা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল ক
প্রসব করেন—এইরূপ কয়েক অবস্থাতেই তাঁহার অনুমতি
দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু অ ভনব বল্ল
কুলধর্ম্ম প্রাচীন স্মৃতিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছে।
যাহা হউক, মূল কথা যথার্থ পত্নীপ্রেমানুরাগীর এক
দুই পত্নী কখনই হইতে পারে না। যিনি বলেন যে
স্ত্রীকে তুল্য ভাল বাসেন তিনি অসম্ভব কথা সম্ভব ক
অনর্থক চেষ্টা করেন।

পদ্মাবতী। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমার বড় ভো
হল—এত দিনের পর জানলাম যে তুমি আর বিয়ে করবে

১৬। গৃহকথা—স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্ব অবস্থা।

১৬ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কি রূপ ছিল?

হরিহর। পুরাণ ও কাব্য পুস্তকাদি পাঠে বোধ হইতেছে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকালে লেখা পড়া শিখিতেন। কুমার সম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা ভূর্জ্জপত্রে পত্রাদি লিখিতেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও বীজগণিত এই দুই গ্রন্থ লেখেন। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের তর্কবিতর্ক কালীন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী লীলা- বতী মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। তৈলঙ্গ দেশীয় ভগবান নামক এক ব্রাহ্মণের চারি কন্যা ছিল। তাঁহারা বিবিধ বিষয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কালিদাসের ও কর্ণাট রাজ পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী, বাস্বটের এবং অত্রিমুনির বনিতা, ইঁহারা সকলেই বিদ্যাবতী ছিলেন। অতএব স্ত্রীলোকেরা যে পূর্ব্বকালে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ।

কন্যাকেও পুত্রবৎ পালন ও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দান করা উচিত।

যে অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের প্রথা হইয়াছে ইহাতে বড় নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে রাজকন্যাদিগের যৌবনাবস্থায় বিবাহ ও স্বয়ম্বরের প্রথা থাকাতে তাঁহারা আপন স্বেচ্ছাক্রমে বরণ করিতেন। পিতা মাতা অথবা অন্যান্য লোক দ্বারা রাজাদিগের আহ্বান হইলে বিবাহের দিবস ধাত্রী কন্যাকে পরিচয় দিত, কন্যা সকল কথা কর্ণে শুনিয়া ও আপন চক্ষে দেখিয়া যাহার প্রতি মনঃ হইত তাঁহার গলায় বরমালা দিতেন।

এই রূপে কুন্তী দময়ন্তী ইন্দুমতী ও ভানুমতী প্রভৃ-
বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সময়েং এই
পণ হইত যে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে
কন্যা পাইবে। শ্রীরাম ধনুক ভঙ্গ করিয়া সীতাকে
অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ক্ষ
দিগের মধ্যে আর এক প্রথা ছিল যে কন্যার যাহার প্রতি
হইত তাহাকেই বিবাহ করিতেন এবং সেই ব্যক্তি
করিলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার
কন্যাকে ভীষ্ম অন্যান্য রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া
করিয়া লইয়া যান। জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা হস্তিনায়
বলিলেন আমি শল্ব রাজাকে মনেং বরণ করিয়াছি অন
বিবাহ করিতে পারি না তৎক্ষণাৎ ভীষ্ম তাঁহাকে বিদায়
দেন। শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হইয়া
কিন্তু রুক্মিণীর মনঃ কৃষ্ণের প্রতি ছিল এই জন্য
তাঁহাকে হরণ করেন। বলরামের বাসনা ভদ্রাকে দু
ধনকে দিবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁহাকে অর্জ্জুন বিবাহ
এবং ভদ্রারও মনঃ অর্জ্জুনের প্রতি ছিল এজন্য অর্জ্জু
তাঁহাকে হরণ করেন এবং হরণ কালীন অর্জ্জুনকে যদু
সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, ও ভদ্রা স্বয়ং সারথির কর্ম্ম করেন।

ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে মনু বচন অনুসারে এই নিয়ম ছি
তাহারা মহাকুল প্রসূতা মনোহারিণী স্বরূপা গুণবতী
কে বিবাহ করিবে। এক্ষণে কুলীনেরা যে রূপ পণ গ্রহণ
পূর্ব্বে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মনু
অধ্যায়ে লেখেন শূদ্রেরাও কন্যা দানকালে পণ গ্রহণ
নেক না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন "দেয়া বরায় বিদুষে" অ
স্বরূপভূত পাত্রে কন্যা দান করিবেক। মনুসংহিতাতেও লেখে
যে উৎকৃষ্ট ও স্বরূপ বরকে কন্যা দান দিবেক ও অপ
সম্প্রদান অপেক্ষা কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখা শ্রেয়ঃ।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে পূর্ব্বে যে

িথ। ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। একণে জিজ্ঞাসা হে পারে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কি অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিত? ঐ সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে স্ত্রীলোককে রুদ্ধ রাখিলে তাহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না? মনু অধ্যায়ে বলেন,

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মান মাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

স্ত্রীলোকেরা আপ্ত পুরুষদের কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও ...ত নহে। যাহারা আপনাহইতে আপনাকে রক্ষা করে ...রাই সুরক্ষিত

এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে পূর্ব্বে স্ত্রী-...কেরা নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করিত। অন্যান্য গ্রন্থ ...ও প্রতীয়মান হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা উৎসব অথবা ...না সময়ে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিত ও বনে ...র এবং যুদ্ধ ও তীর্থে স্বামি সঙ্গে গমন করিত এবং ...ভিন্ন অপরং ব্যক্তিও অন্তঃপুরে যাইতে পারিত। ...র লিখিয়াছে যে সবিত্রী সখী সঙ্গে রথারূঢ় হইয়া পিতার ...জ্ঞা ভ্রমণ করিতেন। সুভদ্রা হৃতা হইয়া আসিতেং ... অর্জ্জুনকে পরিচয় দেন।

এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
ভ্রমিতেন তিন পুর ইচ্ছামত রঙ্গে॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাইব হয়॥

আদিপর্ব্ব।

যখন রাজকুলীয় নারীরা ঐ প্রকার ভ্রমণ করিতেন তখন এ ...র অবশ্যই চলিত ছিল। বিশেষং সময়ে প্রকাশ্য স্থানে ...নী রাজার নিকটে বসিতেন, আর রাজকুমার না থাকিলে কুমারীই রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। পরন্তু হিন্দুদিগের রাজত্ব ...য়েই স্ত্রীলোকদের ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্যাবধি তাহাদের দৌরাত্ম জন্য এখানকার অঙ্গনারা ...ন্তঃপুরে রুদ্ধ হয়েন।

অপর পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সম্মান ছিল। লোকের সতীত্ব হরণ অথবা প্রাণ হরণ করিলে প্রাণ দণ্ড হ আর যদি কেহ কোন কুমারীর কুমারীত্বের প্রতি দোষা করিত তবে তাহারও দণ্ড হইত। শাস্ত্রে পরপত্নীকে "মা ভগিনি" বলিয়া সম্বোধন করিবার বিধি আছে কিন্তু সম্বোধনের প্রথাই সাধারণ রূপে প্রচলিত ছিল কারণ অদ্যাপিও চলিত আছে এবং অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারে স্ত্রী কের মান্যতার ত্রুটি কোন অংশে ছিল না তার স্ত্রীলো রক্ষার্থ প্রাণি বধ অথবা প্রাণ দান করণ প্রশংসনীয় জ্ঞান হ ঐ প্রথা ইংরাজদিগের ব্যবহারের সদৃশ। তাহারা স্ত্রী গণকে এমন সমাদর করেন যে আবশ্যক মতে আপন দিতে প্রস্তুত হয়েন ও যে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যবহার না করে ভদ্র সমাজে হেয় বলিয়া গণ্য হয়।

যে দেশে স্ত্রীলোক মান্য সে দেশে সভ্যতার উন্নতি যে দেশে স্ত্রীলোক অমান্য ও দাসীর ন্যায় গণ্য সে দেশ লোকের সভ্যতা ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে পারে না। স্ত্রীলো সুশিক্ষিত ও সম্মানিত হইলে পুরুষের চিত্তোৎকর্ষ হয়—এমত স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তি জন্য পুরুষ যত্নবান ও মন্দ কর্ম্ম করণে সর্ব্বদা ভীত হন। তাঁহার মনে ভয় হয় যে এ কর্ম্ম করিলে পরিবারের নিকট কেমন করিয়া দেখাইব এবং এই রূপ মনের ভাব সর্ব্বদা হওয়াতে সচ্চ হওনের অভ্যাস হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিতা স্ত্রী পুরুষের প্রকার শাসক ও উপদেষ্টা এজন্য স্ত্রীশিক্ষা না হইলে পুরু শিক্ষা প্রকৃত রূপে হইতে পারে না। যে গৃহে সুশিক্ষি ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী থাকে সে গৃহে সন্তান সন্ততি কি মন্দ কি মন্দ কথা কি মন্দ কর্ম্ম কখনই শিখিতে পারে না।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রী লোক।

জাপানদেশ চীনদেশের নিকটবর্ত্তী। ঐ দেশের লো কেরা পুত্র ও কন্যাকে সমানরূপে শিক্ষা দেয়। যে পাঠশাল তাহারা প্রথমে প্রেরিত হয় তথায় লিখন পঠন এ

দেশের পুরাবৃত্ত শিক্ষা করে। যাহারা মজুরি করিয়া দিপাত করে তাহাদিগের কন্যারাও ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত যে সকল লোকের অবস্থা ভাল অথবা যাহারা লোক বলিয়া গণ্য, তাহাদিগের দুহিতারা প্রথমে প্রকার শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমন করে ও নীতি, শিষ্টাচার, এবং ব্যক্তি বিশেষে বিশেষং ভদ্র , জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহক বিদ্যা এবং ও মাতার প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করেন এজন্য স্ত্রীলোকদিগের ভদ্র স্বভাব ও ভদ্র হয়, যদিও তাহারা ইংরাজলিগের বিবিদের ন্যায় অন্তঃ থাকে না, নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে গমন করে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে ঈর্ষা প্রায় নাই। পানদেশের লোকদিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত বিশ্বাস যে স্ত্রীর অসতীত্ব প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হয়। মূল পরস্পরের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস—ঐ মূল ভালরূপ কোন উৎপাতেই ব্যাঘাত হয় না। জাপানদেশের পৌত্তলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অনু- । সংকালীন জাপানদেশের লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া র সহিত সদালাপ করে তখন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন বড় আমোদজনক হয়। সুন্দরং বাক্স, নানা প্রকার ফল, পাখা, এবং পক্ষী ও জন্তুর চিত্র, পাকেট বহি, ছোটং চুল বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষ গুণ আলো- নারীদিগের শিল্পবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। নদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন গুণবতী তেমনি সুন্দরী দুঃখের বিষয় এই যে স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোক- বৈবং ভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর সাধ্য নাই যে আপন ভর্ত্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু জ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামির সঙ্গের সঙ্গী, দুঃখের দুঃখী এবং সুখের সুখী অতএব যেং বিষয়ে পরামর্শ দিতে

সক্ষম, সেইং বিষয়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এবং জাপানদেশের লোকদিগের সভ্যতা সংপূর্ণ হয় নাই।

যাহাহউক জাপানদেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেক উত্তমং ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন ফলতঃ তাঁহারা সকলেই বিদ্যার আলোচনা করিয়াথাকেন।

জাপানদেশের এক জন স্ত্রীলোক সতীত্ব বিনষ্ট হইলে কি করিয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে

এক জন ভদ্র ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে কোন নয়ুান পরাক্রমশীল ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারে অবশেষে ছলক্রমে ইষ্ট সিদ্ধ করে। সেই স্ত্রীর স্বামী প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মুখ ম্লান দেখিয়া বলিলেন প্রিয়ে! তোমার বদনের ভাবে প্রকাশ পাইতেছে তুমি বড় অসুখী আছ—ইহার কারণ কি? পত্নী উত্তর করিল —নাথ! অদ্য স্নান হও, কল্য যৎকালীন কটুম্ব ও দেশের প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিবে তৎকালে আমার মনঃপীড়ার কথা ব্যক্ত করিব। পরদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে হাতের উপর ভোজ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুরাচার নয়ুান পরাক্রমশীল ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। আহার সমাপ্ত হইলে সেই অবলা উত্থান পূর্ব্বক বলিলেন—নাথ! এই স্থানের এক মহাপাপী দুরাত্মা ছল ও প্রতারণা করিয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার দণ্ড করিবেন আমার দেহ অপবিত্র—আমি তোমার সহবাসের যোগ্য নহি আমার জীবনে আর সুখ নাই—মন অহরহ জলন্ত অগ্নির তাপে তাপিত হইতেছে—নিধন না হইলে নিষ্কৃতি হইবে না —এক্ষণে আমাকে সংহার কর। স্বামী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বলিল—ভদ্রে! একটু সুস্থির হও—তোমার দেহ অপবিত্র হইয়াছে বটে কিন্তু মন অপবিত্র হয় নাই—যে ব্যক্তি এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারই প্রাণ দণ্ড করা কর্ত্তব্য। পত্নী সকলকে নমস্কার করিয়া স্বামির গলা ধরিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন, স্বামী ও তাঁহার গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। পত্নী সস্নেহে আপন ভর্ত্তার মুখচুম্বন করিয়া দৌড়িয়া গিয়া ছাতের আলসিয়ার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে ঐ দুরাত্মা নাপিত হইয়া নীচে আসিয়া আপনি আপন প্রাণ বিনাশ

১৮। সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারে না।

আমার পিতা সৌদাগরি কর্ম্ম করিতেন। একজন্য তাঁহাকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া২ সেই গাপ আমাকে বড় ভাল লাগিত। ঘরে বসিয়া কেবল ... গান, দু ফালতু গাল গল্প করায় দেকসেক বোধ হইত। ...র লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ ...তে লাগিলাম—নানা দেশ ভ্রমণ করাতে নানা প্রকার ...২ বস্তু দেখিতে পাইলাম। নানা প্রকার নূতন২ বস্তু ...তে২ নানা প্রকার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল। ... প্রকারে অনেক স্থান পর্যটন করিয়া বারাণসীতে ...স্থিত হইলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইয়া ...তাহাতে কালভৈরবের গলিস্থ এক বাটীতে থাকিয়া ...দিন বৈকালে চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটের নিকট বেড়িয়া ...তাম। ঐ ঘাটের উপরে একজন পরম হংস শাস্ত্র ...করিতেন, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট বসিয়া ...ক হইয়া শুনিতেন। দিবা অবসান হইলে পরম হংস ...সন্ধ্যার উদযোগ করিলে ঐ শ্রোতা তাঁহাকে প্রণাম ...য়া অধোমুখে ভাবিতে২ বাটী যাইতেন ও পথিমধ্যে এক২ ...দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ঐ ব্যক্তিকে কয়েক দিবস ...২ দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার বড় ...া হইল অতএব তদবধি এক২ দিন তাহার সম্মুখে দাঁড়াই-...াম কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না—পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া ...বর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে

হবে—শ্বশুর শাশুড়ী খুব দেবে থোবে—তত্ব তাবাস ঘনং ..হিরে ও জামাই লয়ে সর্ব্বদা সাদ অহ্লাদ করিবে। পবন্তু ..কাল পরে আপন স্ত্রীর কথা বার্ত্তা শুনিয়া ও রীতি ..ব দেখিয়া মনেং পিতাকে অনেক প্রশংসা করিতে ..লাম। পিতা মাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী ..র গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম্ম সকল এমত সুচারু রূপে করিতে ..লেন যে বর্ণনা করিতে পারি না। বসৎবাটী সর্ব্বদা পরি- .. থাকিত—বিছানা ও বস্ত্রাদি কখন অপরিষ্কার হইত ..দ্রব্যাদি যথাযোগ্য স্থানে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক থাকিত. গোল- .. কোন প্রকারেই হইত না। ভাণ্ডারের চাবি আপনি ..তেন—যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত আপনি বাহির .. দিতেন. দ্রব্যাদি যাহা খরিদ হইত তাহা ভালই হইত. .. দর বেহিসাবি হইত না ও জিনিসপত্র অকারণে নষ্ট .. তছরূপাং কোন প্রকারে হইত না. অথচ পরিবারের ..কর দাসীদিগেরও পরিতোষ রূপ ভোজন হইত। রান্না .. আপন হস্তে করিতেন, পচা মাছ. পচা তরকারি. কিম্বা .. কোন দুর্গন্ধ দ্রব্য বাটীর ভিতর আনিতে দিতেন .. সকল হিসাব কতাব স্বহস্তে করিতেন, গরুর ও ঘোড়ার ..াক প্রতি দিন আপন চক্ষে দেখিয়া দিতেন। আমার ..হা যেং বিষয় আশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ ..ই জানিতেন, আমি যে ঐ বিষয় আশয় পাইয়া বাবু .. উঠিয়াছি তাহা দেখিয়া ভঙ্গিক্রমে শান্ত ভাবে মধ্যেং ..কে দুই এক কথা এমত করিয়া কহিতেন যে তাহা ..য়া আমারে সাময়িক চটকা হইত।

..লক্রমে আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। সন্তান- ..দের যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে লাগিল তাহা .. ? আমার স্ত্রী প্রতি দিন প্রত্যূষে দুই এক জন ..ক দিয়া ছাওয়ালদিগকে নদীতীরে পাঠাইয়া দিতেন। ..রা হাওয়া খাইয়া ও খেলা করিয়া আসিয়া ঘরের গাইর .. ও রুটি খাইত। তিনি তিনটী ছেলেকে সর্ব্বদা আপনার ..ট রাখিতেন, চাকর দাসীর সঙ্গে বড় সহবাস করিতে

দিতেন না, কারণ চাকর দাসীতে ছেলে পুলেকে ·
দেখাইয়া অথবা কুকথা শিখাইয়া প্রায় নষ্ট করে। ..
নার ভোজনের পর ছেলেদের লইয়া মিষ্ট বাক্যে ..
কৌশলের দ্বারা নানা প্রকারে সৎ উপদেশ দিতেন, শিশু..
জননীর এইরূপ শিক্ষাতে কাহাকে মন্দ বলে তাহার ..
জানিত না। তাহারা খেলা ধূলা করিত ও গুরুমহাশ..
কাছে লেখা পড়া শিখিত কিন্তু খেলা ধূলা ও লেখা ..
অপেক্ষা মায়ের কাছে থাকিতে অধিক ভাল বাসিত। ..
সৎ উপদেশে কখনই পরস্পর গালাগালি অথবা কলহ ক..
না—পরস্পর এমনি ভাল বাসিত যে একটি কোন ভাল ..
জিনিস পাইলে আর দুটিকে না দিয়া খাইত না ও এক..
কোন অসুখ হইলে আর দুটি আনা গোনা করিয়া ..
ভাবিয়া ও সেবা করিয়া সারা হইত। তাহাদিগের ম..
কেহই এমত বলিত না যে অমুক জিনিসটি কিম্বা খেলেন
কেবল আমাকে দাও। এক জন কোন বিষয়ে বঞ্চিত হ..
..তন বড় অসুখী হইত। ছেলে বয়স পর্য্যন্ত এই..
অভ্যাস হইলে ক্রমে পরোপকারক স্বভাব হয় কিন্তু এই প্রক..
রে নীতি দেওয়া সৎ মাতা ব্যতীত অন্য কাহা হইতেও হয়।

অপর আমার স্ত্রী দাস দাসী যাহাতে ভাল থাকে সর্ব্ব..
এমত চেষ্টা করিতেন, তাহারদিগের ব্যামোহ হইলে ..
বসিয়া ঔষধ পথ্য দিতেন ও পাড়ার গরিব দুঃখি লোকে..
সতত তত্ত্ব লইতেন। তিনি কখনই কাহার সহিত উচ্চ ..
কহিতেন না, যদ্যপি কেহ অকারণে বিবাদ করিতে আ..
তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পরে ..
কথার দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতেন। তিনি সর্ব্বদা নম্রভা..
চলিতেন—অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কড়ির গন্ধে অনেক পারি..
জুটিয়াছিল, তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পোয় ..
উপস্থিত হইল। সরাবে যে প্রকার মত্ততা ও দোষ ..
তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয় আশয় ও প..
বারকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইলাম

বিপদ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালীন তাকে ডাকাইয়া আহার করাইতেন, তৎপরে সেবা করিতে২ কৌশলে একটি২ নীতি বিষয়ক মনোরমা গল্প কহিতেন। জানিতেন ভাল গল্প শুনিতে আমি বড় ভাল বাসিতাম। দিন গল্প শুনিতে২ অনেক রাত হইত তাহাতে পারিষ- আমাকে না দেখিতে পাইয়া বাটী ফিরিয়া যাইত। কিছু এইরূপ করিতে২ মদ্য পান ইত্যাদির উপর একেবারে র ইচ্ছা ঘুচিয়া গেল। তখন আমার চৈতন্য হইলে লাগিলাম কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম! আমি স্ত্রীকে কুকথা বলিয়াছি কিন্তু তিনি তাহা কিছু ধর্ত্তব্য না করিয়া কে কি দায় থেকে মুক্ত করিলেন!

অবকাশ পাইলেই আমার ভার্য্যা শিল্প কর্ম্ম করিতেন এবং কেও শিখাইতেন। এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি সূতা লইয়া এত ক্লেশ কেন কর?—এসব জিনিস দরকার কি বাজারে মেলে না? তিনি আমাকে বিরক্ত দেখিয়া সূতা রাখিয়া বলিলেন শিল্প কর্ম্ম শিখাতে অনেক উপ- আছে। ইহাতে মনঃ সুস্থির থাকে ও ঠাণ্ডা মেজাজ হয় দুরবস্থায় পড়িলে কর্ম্মে লাগে।

কিছু কাল পরে পত্নী এক দিবস বলিলেন—দেখ ছেলে র লেখা পড়া এক রকম হইতেছে কিন্তু মেয়েটির একটি শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু২ ইয়াছি কিন্তু শিখিবার অনেক বাকি আছে। এই শুনিয়া আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম মেয়ের শিক্ষা র জন্য টাকা নষ্ট করার তাৎপর্য্য কি? আজ কাল পরের ঘরে যাবে, কড়ি খরচ করিয়া মেয়েকে ইলে কি লাভ হইবে? আমার এই কথাতে পত্নী ঘাড় করিয়া থাকিলেন। তাঁহাকে ঐ রূপ দেখিয়া আমি জ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর লেন—না বিরক্ত হই নাই—স্বামির উপরে কি কখন বিরক্ত হইতে পারে? কিন্তু এবিষয়টি তোমাকে কি কারে বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। আমার একটি কথা

শুন দেখি। বাপ মার কর্ম্মই এই যে ছেলে মেয়ে উভয়কে সৎ উপদেশ দিবে। যদি কন্যার উপদেশ না হয় তবে সংসারে কোন্ কর্ম্মের যোগ্য হইতে পারেন? না গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়া জানিতে পারেন—না সন্তানাদির লালন পালন করিতে পারেন—না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে করিতে শক্ত হয়েন—না তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়। এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্ব্বে তোমার মত ছিল আমার উপদেশ জন্য বাবা ব্যয় করিতে কসুর করেন নাই আমার ভাগ্য ক্রমে এক জন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইতে আসিতেন—সেই বিবির যেমন শান্ত স্বভাব ও ঈশ্বরের ভক্তি এমন কোন মেয়েমানুষের অদ্যাপি আমি দেখি নাই। তাঁহার সহিত সহবাসে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এই জন্যে মেয়েটিব শিখিবার কথা বলিতেছি, বাপ মাকে পুলের বিবাহ দিতে হয় বটে কিন্তু বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা সৎকরা অধিক আবশ্যক কর্ম্ম।

স্ত্রীর এই সকল কথা আমার উপদেশ স্বরূপ বোধ হইল তৎক্ষণাৎ কন্যার শিক্ষার উপায় করিলাম।

আমি পত্নীকে যত দেখিতাম ততই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম বাড়িত। তিনি প্রতি দিন প্রাতে বিছানা হইতে উঠিতেন সূর্য্য উদয় হইলে আমি উঠিতাম। দৈবাৎ এক দিবস প্রাতে উঠিয়া বাহিরে যাই সেই সময়ে তিনি অন্তরে বসিয়া ছিলেন আমার সন্দেহ হইল তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। আস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলাম স্থির চিত্তে দুই নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পরমেশ্বরের প্রেমে তাঁহার মন এমনি আর্দ্র হইয়াছে যে মধ্যেং দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতেছে, পত্নীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিল, এবং এই ধিক্কার হইতে লাগিল আমি অতি পাযণ্ড, ঈশ্বরের উপাসনা কখনই করিনা এই জন্য আমার চিত্ত এত অপবিত্র ও অধর্ম্মে অহরহ প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বিষয় আশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ বড় ভাল হইত না, অতএব ক্রমেং আমাকে জড়িয়ে পড়িতে

কিছু দিন ভরণ পোষণ করিলেন, এয়ে মানুষের শিল্প কর্ম্ম শিখিবার উপকার আমার তখন বোধগম্য হইল। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কানপুর অথবা মিরাটে গিয়া এক খানি ছোট খাট দোকান করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। এই অভি-প্রায়ে নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে লইয়া রওনা হইলাম। রাজমহল বরাবর পৌহুছিলে একটা ঘোরতর ঝড় উঠিল—নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উল্টিয়া গেল—নৌকার তক্তা ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল—স্বচক্ষে দেখিলাম আমার দুইটী সন্তান চীৎকার করিতে২ ডুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকু পাঁকু করিয়াছিলেন, কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে তিনিও দৃষ্টির অগোচর হইলেন—আমি না মরিয়া ভাসিতে২ কিনারে উত্তীর্ণ হইলাম। মনে হইল যদ্যপি পরমেশ্বর আমাকে অন্ধ করিতেন তবে চক্ষু দিয়া এসকল দেখিতে হইত না—সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—যে পরমহংসের নিকট প্রতিদিন বৈকালে যাই তিনি আমাকে নিবৃত্ত করাইয়া এই ধামে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতেছেন। আমার দুর্ব্বল চিত্ত—সর্ব্বদা প্রাণ কেঁদে উঠিতেছে—সন্তানেরা বা কোথায় গেল? আর আমার সেই প্রাণেশ্বরীই বা কোথায় গেলেন? * * *

---

(১৯) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথ—স্বপ্ন।

আমি টোলে অধ্যয়ন করি। পাঠ অভ্যাস নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। দৈবাৎ এক দিন রাত্রে শ্রান্তি বোধ হওয়াতে মাথায় পুস্তক দিয়া আলস্য দূর করিতে২ নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণেক কাল পরে স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন ভ্রমণ করিতে২ এক দেশে উপস্থিত হইলাম—স্থানে২ নদ নদী গিরি গুহা হাট মাট পশু পক্ষী ও নানা জাতীয় মনুষ্য। গমন করিতে২ অন্বেষণ নামক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া দেখিলাম দুই দি

দুই পথ—সেই দুই পথে দুইটী কন্যা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা কে? উত্তর দিকস্থ কন্যা বলিলেন আমার নাম ধর্ম্ম ও দক্ষিণ দিকস্থ কন্যা কহিলেন আমার নাম অধর্ম্ম। আমি কিঞ্চিৎ কাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম্ম নামিকা কন্যা শ্বেতবসনা—শান্ত বদনা—মৃদুহাসিনী—স্নেহভাষিণী ও কৃপাবলোকিনী। অধর্ম্ম রক্তবস্ত্রা—নানালঙ্কারে ভূষিতা—সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিতা ও হাব ভাব কটাক্ষে সম্পূর্ণা। ধর্ম্ম আমাকে বলিলেন বাছা তুমি যে দেশে আসিয়াছ ইহার নাম সংসার—এই দেশের এই দুইটী পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। যে পথ আমি দেখাইতেছি যদি এই পথে আইস তাহা হইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই মঙ্গল। কিন্তু আমার পথগামী হইলে অনেক পরিশ্রম ও কঠিন২ নিয়ম পালন করিতে হইবে। এই সকল করিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইবে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। কোন২ সময়ে ঐ ক্লেশ অসহ্য হইলেও হইতে পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপাতও ঘটিতে পারে—অর্থ নাশও হইতে পারে, মানের খর্ব্বতাও হইতে পারে—স্ত্রী পুত্র বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকও ঘটিতে পারে কিন্তু তুমি উক্ত প্রকার উৎপাতে পতিত হইলেও আমাকে স্মরণ করিয়া সুস্থির হইয়া থাকিও। এই রূপ করিলে তোমার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল ও দৃঢ়তর হইবে, চিত্তের মালিন্য বিগত হইলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগাতে আমি ধর্ম্মের পথে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। এমত সময়ে অধর্ম্ম হাস্য করিতে২ বলিলেন—অহে ব্রাহ্মণ পুত্র! বুঝে শুঝে যাও ধর্ম্মের পথে গেলে কষ্টে প্রাণ যাবে—আমার পথটা একবার চেয়ে দেখ—বসন্ত চির দিন বিরাজমান—মলয় পবন মন্দ২ বহিতেছে—তরু সকলের সদাই নবং পল্লব—সুবর্ণবর্ণ পক্ষির সুমধুর কলরব—স্থানে২ অমৃত কুণ্ড—মনোহর সরোবর—নর্ত্তকীগণ নাচিতেছে—কিন্নর সকল গান করিতেছে—দিবা রাত্রি

উল্লাস ও আমোদ প্রমোদের ধ্বনি হইতেছে। আমার প-
শ্রম নাই, কষ্ট নাই, কঠোর নাই, ভাবনা নাই,—লোকে কে-
চক্ষু মুদিত করিয়া সদানন্দে সদাই সুখামৃত পান করিতেছে
—এ পথে আশু সুখ পাওয়া যায়।

অধর্ম্মের প্ররোচনায় আমার মনঃ ফিরিয়া গেল, ধর্ম্মের
পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে গমন করিতে যাই এমন স-
এক জন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন ব্যক্তি আমাকে টা নয়া বলি-
—বাছা ফের, আমার নাম বিবেচনা— লোকে ভ্রা-
হইলে আমি পরামর্শ দি। অধর্ম্মের কথায় ভুলিও না-
অধর্ম্মের পথে গেলে ইহ কালও যাবে--পর পর কালও যাবে
ঐ পথে আপাততঃ সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ
নহে, তাহাতে শরীর ও মনঃ ক্রমশঃ অসার হইয়া পড়ে।
ধর্ম্মের পথে গেলে শরীর ও মনঃ বলবৎ হয়, তাহাতে ইহ
কালে প্রকৃত সুখ ও পর কালে পরম গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই কাক গুলা কা কা করিয়া
ডাকিয়া উঠিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখিলাম রাত্রি
প্রভাত হইয়াছে।

---

(২০) ধর্ম্মপরায়ণা নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর সকলই নিস্তব্ধ। আকাশ
নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ুঃ সংহারক ভাবে প্রচণ্ড
বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্য-
মান। নদীর সলিল কলকল রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু
চূড়ার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন--
মুহুঃ তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে,
ঝুর ঝনৎ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে।
ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে
হইতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময়ে ঘটে?

মাসাবধি জগন্নাথ বাবুর ব্যামোহ হইয়াছে। চিকিৎসা
না প্রকার হইয়াছে কিন্তু পীড়ার কিছুই শমতা হয় নাই

কটে পত্নী দ্রবময়ী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অন্যান্য পরি- সকলে বসিয়া আছেন। এক জন প্রাচীন বৈদ্য মুহুর্মুহু দেখিতেছেন ও ম্লান বদনে অন্তরে যাইয়া বসিতেছেন। দ্রবময়ী অতি সুশীলা ধীরা ও ধর্ম্মপরায়ণা। রূপ অনুপম— স্বভাবতঃ হাস্য বদনা—কুরঙ্গনয়নী—গৌরাঙ্গী—সুগঠনা— সুকেশী। পতির পীড়ায় পীড়িতা—পতির শুশ্রূষায় একান্ত রতা—পতির আরামে আনন্দিতা—পতির ক্লেশে মৃতকল্পা— পতি সেবা নিমিত্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ব্যস্ত— একটু মঙ্গল চিহ্ন দেখিলে বদন ভর্ষার প্রভায় ভাসমান হয়, আবার পীড়া বৃদ্ধি শুনিলেই ঘোর মনঃপীড়ায় নয়ন ও বদন ম্লান হয়। কবিরাজ বলেন—মা দেখ কি? আর বিলম্ব নাই. তখন দ্রবময়ী—এলোকেশী ও দীর্ঘশ্বাসিনী হইয়া কষ্টে দুঃখ সম্বরণ করত অঞ্চল দিয়া স্বীয় অশ্রুবারি মুছিতে২ স্বামির নিকটে বসিয়া ক্ষণেক কাল চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিলেন। নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ অরুন্ধতী বা সাবিত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রবময়ী ভক্তিতে দ্রব হইয়া আস্তে২ স্বামির গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন—নাথ! অদৃষ্টের কপালে যাহা আছে তাহা হইবে—এক্ষণে তুমি জগৎ পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা শুন। পরে নয়ন মুদিত করত কর যোড়ে বলিতে লাগিলেন— হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! তুমি করুণানিধান! তোমাকর্ত্তৃক যাহা হয় তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক। আমরা দুর্ব্বল স্বভাব ও অল্প বুদ্ধি, এজন্য তোমার সকল কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারি না সেই কারণেই শোক সম্বরণ করণে অশক্ত। যদিও এক্ষণে দুঃখে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগ যন্ত্রণা ঘোর যন্ত্রণা তথাচ ইহার কারণ এ অবলার বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! এক্ষণে এই কৃপা কর আমার পতির যেন সদগতি হয় ও আমার মনঃ যেন তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনা করিয়া দ্রবময়ী পুনঃ২ পতির মুখ চুম্বন

করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প ক্ষণের পরেই জগম্ন্য বাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল।

পল্লীর কোন২ রমণীরা বলিল দ্রবময়ীর কাণ্ড দেখিয়া আমাদিগের পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। ধন্য মেয়ে মা! ঐ সময়ে কি মুখে কথা আইসে?—চোকের জলে ভেসে যায়। অন্যান্য প্রবীণা অবলারা বলিল দ্রবময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—দুঃখ ও শোকের সময় এত ধীর হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করা অল্প ক্ষমতার কর্ম্ম নয়। এইরূপ নানা কথা হয় কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রবময়ী আপন স্থৈর্য্য জন্য উপাসনা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা করেন ও মনো মধ্যে এই ভাবেন শোক ও দুঃখ ভোগ কে না করে, যদিও তাহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু শোক ও দুঃখ না হইলে মনের সদ্ভাব প্রগাঢ় হইতে পারে না।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা দুহিতার বৈধব্য দুঃখে বিহ্বল হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যা প্রাচীনা মাতাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন মা! তোমার কান্না দেখিয়া আমার শোক উথলিয়া উঠে। যদিও শোক নিবারণ করা বড় কঠিন কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে? এই রূপ সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া মাতা কিঞ্চিৎ স্থির ভাবে থাকেন। কন্যাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া এক দিন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা তুই বসিয়া২ কি ভাবিস্? কন্যা বলিলেন মা! দুঃখ বিপদ ও শোকের ঔষধ ঈশ্বরের ধ্যান—ইহা ব্যতিরেকে মনকে শান্ত করিবার আর কোন উপায় নাই। আমি এই জন্যে অহরহ তাঁহাকেই স্মরণ করি। শরীর আজ হউক কাল হউক দশ দিন পরে হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু আত্মা অমর। আত্মাকে ধর্ম্ম কর্ম্মের দ্বারা উত্তরই নির্ম্মল করাই প্রধান কর্ম্ম। সংসারে মুগ্ধ হইয়া এটি ভুলিলে কি গতি হইবে?

অসার সংসার এই মায়ামদ মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্ম পথ ত্যজে॥

আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধু জন।
মায়া বদ্ধ হয়ো প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষাহেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥ বনপর্ব্ব।

এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি ভগ্নস্নেহ হবে তাহা নহে। যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে—তাহা না করিলে অধর্ম্ম হইবে। কিন্তু মা! সাংসারিক সুখ দুঃখ থাকে, ও ঈশ্বরের নিয়ম এমন নহে যে প্রাণী নিরন্তর কেবল দুঃখ অথবা কেবল সুখ ভোগ করিবে তাহা হইলে মনের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত দুর্ব্বল এই জন্য আমরা শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি কিন্তু মহাত্মা ব্যক্তিরা ঘোর বিপদে পড়িলেও ধীরতা সহিষ্ণুতা ও নম্রতা পূর্ব্বক তাঁহার প্রেমে আরো প্রেমী হয়েন এবং বিপদকে চিত্ত নির্ম্মলকারক জানিয়া সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন। মহাত্মা ব্যক্তিরা ভাল রূপে জানেন যে পরমেশ্বর করুণা —তাঁহা হইতে মন্দ কখনই হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন তাহা আমাদিগের অবশ্য মঙ্গল জনক কিন্তু তাহা আপাততঃ আমাদিগের বুদ্ধি গোচর না হইলেও হইতে পারে।

জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরেতে রয়॥ বনপর্ব্ব।

অতএব শোকে মগ্ন হইয়া কি পরকাল হারাইব? মাতা বলিলেন—বৎস! তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমারও ধর্ম্মে মতি হয়। কন্যা বলিলেন মা! আমাকে এমন করিয়া বলিও না। তোমার এ প্রকার প্রশংসাতে আমার অহঙ্কার হইতে পারে। তাহাতে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভব। চিত্তে নম্রতা না থাকিলে পরমেশ্বরের পথে যাওয়া যায় না। তিনি দয়াময়—যে অকপট ও নম্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব করে সে তাঁহারই হয়—তাঁহার

প্রতি মনঃ যত হইবে ততই মনঃ নির্ম্মল হইবে ও মনঃ যতই নির্ম্মল হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী যাওয়া হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত গুণ। ঐ সকল গুণই গ্রহণ করা ধর্ম্ম ও তাহা অভ্যাসেতেই মনঃ নির্ম্মল হয়। অন্যান্য দ্রব্য ব্যয় করিলে ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহার গুণ অভ্যাস করিয়া যত ব্যয় করিবে ততই বাড়িবে। যে রূপ পর্ব্বতের ঝর্ণা দিয়া জল পড়িয়া নদ নদী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, পুনর্ব্বার বৃষ্টি দ্বারা ঐ ঝর্ণা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি যত ব্যয় করিবে ততই মন ঐ সকল গুণে সঞ্চারিত হইবে। এ রূপ ব্যয়ী জন কখন দরিদ্র হয় না—যত ব্যয় করিবেন তাহার পুঁজি ততই বাড়িবে। এই প্রকারে মাতা ও কন্যা দুই জনে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কালযাপন করেন।

জগন্নাথ বাবুর বাটী ভগলপুরে—সম্মুখে গঙ্গা—চারি দিগে বৃহৎ২ ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত ভূমি—স্থানে২ তরকারি ফল ফুলের গাছ, তন্মধ্যে সরোবর ও ঝিল। সীমার নিকটেই কতকগুলি দুঃখী লোক বসতি করিত খিড়কি দ্বার দিয়া তাহাদিগের কুটীরে যাওয়া যাইত। দ্রবময়ী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আহ্নিক সমাপ্যানন্তর দুইটি পুত্র ও কন্যাকে লইয়া উদ্যানে যাইয়া তাহাদিগের সাহায্যে নিড়ন জলসেচন ইত্যাদি করিতেন। বৃক্ষের পত্র ফুল ফল দেখাইয়া স্রষ্টার অসীম শক্তির আলোচনায় মগ্ন হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা! একটি বীচি পুতিলেই গাছ হয় আবার সেই গাছের পাতা হইয়া ফুল ফল হয়,—আহা ফুল গুলির কত রং!—এ সব কে করে মা? মাতা বলিতেন— বাছা! যিনি জগৎ পিতা, তিনি করেন। তিনি এই আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু মনুষ্য পশু পক্ষি পতঙ্গ বৃক্ষ সকলই করিয়াছেন। মেয়েটি অমনি জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি এমন, মা! কোথায় আছেন? একবার দেখাও। মাতা উত্তর করিতেন—বাছা তিনি সর্ব্বত্রে আছেন কিন্তু চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের সহিত তাঁহা

প্রতি দিন স্মরণ কর—এই রূপ করিতে২ তোমাদিগের চিত্ত পরিষ্কার হইবে। ছোট পুত্রটি এক২ দিন জিজ্ঞাসা করিত—মা গাছ কাটিলে বোধ হয় যেন রস উঠিতেছে ও নামিতেছে—এ কি? মাতা বলিতেন—বাবা যেমন শিকড় দিয়া রস উঠে আবার ডাল পালা পাতা হইতে রস শিকড়ে যায় এই প্রকার হওয়াতেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ্য-বস্তুর বিচারেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে দান নিষ্ফল হয় না, যেমন দিবে তেমনি পাবে কিন্তু পাব বলে দিও না। সন্তান-দিগের সহিত এ রূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া, দ্রবময়ী বাটী আসিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া পরিবার-দিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে প্রাচীনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে খিড়কি দ্বার দিয়া পল্লীর দুঃখি লোকদিগের কুটীরে গমন করত সকলের তত্ত্ব লইতেন। যে অনাহারী থাকিত তাহাকে আহার দিতেন, যে বস্ত্র হীন তাহাকে বস্ত্র দিতেন, যে রোগী, তাহাকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন, যে বিপদ্‌গ্রস্ত তাহাকে সুপরামর্শ ও সাহস দিতেন, যে শোকান্বিত, তাহাকে সান্ত্বনা ও ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন, যে দুঃখান্বিত, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতেন, যে আনন্দিত, তাহার আনন্দে আনন্দিত হইতেন। বহুকাল এই রূপ নিরাড়ম্বর সদ্ব্যবহারে কুটীরস্থ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই তিনি উপস্থিত হইলে অকপট কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিত—"অম্মা ঐ দয়াময়ী মা এলেন আর আমাদিগের দুঃখ নাই"। দ্রবময়ী অপরাহ্ণ সময়ে বাটী আসিয়া কেবল জীবন ধারণ জন্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন কিন্তু যদিস্যাৎ ঐ সময়ে অতিথি বা অভ্যাগত উপস্থিত হইত তাহাদিগের প্রতি আতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না। আহারান্তে আপন বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। জগন্নাথ অপ্রবীণতা হেতু সকল বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল কিছু রাইয়তি জমি ছিল ও সুন্দরবনে এক খানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বাঁদ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলি হয় নাই সুতরাং ঐ বিষয় সংক্রান্ত যে ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই।

ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ধ্রুবময়ী বড় ক্লেশে পড়িয়া ছিলেন; সংসার নির্ব্বাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়াছিল তথাচ স্বামি নিন্দা এক দিনও করেন নাই, আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক অথবা বিক্রয় করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন। মাতা মধ্যে বলিতেন—ধ্রুব! বাছা দান ধ্যান একটু কমাও, সময় হলে ভাল করিয়া করিও। কন্যা উত্তর করিতেন—আমার কি শক্তি যে দান করি কিন্তু অন্যের ক্লেশ দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। আপনি উপবাসী থাকি সেও ভাল কিন্তু অন্যের কাতরতা দেখিতে পারি না আর রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে সর্ব্বদা স্মরণ হয়।

ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ। সভাপর্ব্ব।

আমি কিছু আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিলে জীবন বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্ম্মির অন্ত॥

ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিয়া আপন কায,
সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিয়া বিনীত॥ বনপর্ব্ব।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালীন সন্তানদিগের সহিত বাগানে আসিয়া বসিতেন। সুশীতল সমীরণে উচ্চ বৃক্ষাদির চূড়া সকল পরস্পর আলিঙ্গন করিত—পুষ্করিণীর বারি যেন সহাস্যবদনে ক্রীড়মান হইত—নানাজাতীয় পুষ্পের আঘ্রাণে স্থানটি আমোদিত হইত—পক্ষি সকলের কলরবে প্রতিধ্বনি হইত। অমনি ধ্রুবময়ী বলিতেন দেখ এই সকল সুখের মূল কেবল তিনিই

সন্ধ্যা হইলে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা নীতি ও বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন ও সময়েং দুঃখি দরিদ্র লোকের জন্য শীতবস্ত্র আপন হস্তে প্রস্তুত করিতেন। কন্যার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মাতা একং বার বলিতেন—দ্রব! একটুং বিশ্রাম কর এমন করে খাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে? কন্যা মাতাকে বলিতেন—মা! আমার জন্যে চিন্তিত হইও না। আলস্যকে আমি বড় ভয় করি। আলস্যেতে মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মে। মনে কুপ্রবৃত্তি না জন্মিবার দুই উপায়। প্রথমতঃ মনকে সর্ব্বদা শান্ত রাখা ও অভ্যাসের দ্বারা কুচিন্তা ও দুষ্টমতি নিবারণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম্ম, সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শনে ও শ্রবণে মনের গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা লোভ ইত্যাদি জন্মে। যখন চলবিচলের উপক্রম হয় তখন সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি অশক্ত হয় তবে অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা চলবিচলকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সর্ব্বদা পরকাল ভাবে তাঁহার মনঃ প্রায় অহরহ শান্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বদা কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলে মনে কুচিন্তা বা কুপ্রবৃত্তি উদয় হয় না। ফলতঃ মনের সংযম বড় আবশ্যক—কুচিন্তা হইতে হইতেই কুকথা হয়, কুকথা হইতে হইতেই কুকর্ম্ম হয়। মাতা বলিতেন—দ্রব! তোর কথা গুলিন শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, তোর এত ধর্ম্ম জ্ঞান কোথাথেকে হইল? কন্যা কহিলেন—মা! আমাকে এমন করে কেন বল?

দ্রবময়ী সন্তানদিগকে লইয়া রাত্রে কথাবার্ত্তা কহেন। এক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র এক জন চাকরকে রাগপ্রযুক্ত গালাগালি দিয়াছিলেন। মাতা অনুযোগ করাতে তিনি অস্বীকার যান পরে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলে মাতা দুঃখান্বিত হইয়া বলিলেন—বাবা! তোরা দুঃখিনীর সন্তান, আমার ধন নাই, ধনের প্রার্থনাও করি না কিন্তু আমি কায় মন বাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করি যে তোরা সর্ব্ব প্রকারে সৎ হয়। মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ।

আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥ আদিপর্ব্ব।

এক দিবস মাতা পাকশালায় ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে এক জন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীত কাল তাতে প্রবল উত্তরে বাতাস, ঐ বস্ত্রহীন ব্যক্তি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা দ্বারে ছিল তাহাদিগের মধ্যে কন্যা অতিশয় কাতরা হইয়া আপনার গায়ের দোলাই খুলিয়া তাহাকে দিল। দরিদ্র ব্যক্তি বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়াগেল। ভ্রাতারা বলিল—দোলাই খানা দিলি একবার মাকে জিজ্ঞাসা করলি না? কন্যা কিছু ভীত হইয়া ভ্রাতাদ্বয় সঙ্গে জননীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। মাতা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতে২ কহিলেন তুমি খুব করেছ, আমি বড় তুষ্ট হইলাম—"দরিদ্রের প্রতি দান, বিভব সত্ত্বেও শান্তি, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌন, সুখোচিত ব্যক্তিদের সুখ ভোগে অযত্ন এবং সর্ব্বভূতে দয়া এই সকল গুণ স্বর্গসাধক হয়"। বানর্যষ্টক।

মেয়েটি অমনি মায়ের কোলথেকে হাত তালি দিতে২ বাহির বাটীতে দৌড়ে আসিয়া আপনা আপনি [illegible] লাগিল—মা আমাকে আদর করেছে আমি এখন গরিব দুঃখি দেখিলেই খুব দিব। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতারা তাহাকে পরিহাস ছলে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বালিকা অমনি দৌড়িয়া যাইয়া মাতার নিকট আবেদন করিল। ভ্রাতারা আস্তে২ পশ্চাতে যাইয়া অন্তরে দাড়াইয়া শুনিল। মাতা ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—তুই ওদের কথায় খেপস কেন? ওরা তোকে খেপাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিস্।

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন অথবা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মী থাকুন অথবা যথেচ্ছ ত্যাগ করিয়া যাউন, অদ্যই মৃত্যু হউক কিম্বা যুগান্তেই হউক, ধীর জনেরা কিছুতেই ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হন না। নীতিশতক।

এক দিন আবাদের কর্ম্ম কারী আসিয়া ছেলেদিগের নিকট

বলিল, ভেড়ি বন্ধি এক্ষণে অল্প ব্যয়ে হইতে পারে ও প্রজা বিলিরও সোপান হইতেছে, অন্যের কয়েক বিঘা জমি নিকটে আছে তাহা অনায়াসে সীমার ভিতর সংলগ্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও লইলে তাহার নালিস ফৈরাদ হইবে না। ইটি হইলে বিষয়টি বড় গুলজার হইবে। ছেলেরা এই কথা শুনিয়া মাতার নিকটে যাইয়া বলিল। মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোদের কি বল্‌বো যে এ কথা আমাকে আবার শোনাস! তোমরা কি জান না যে পরের দ্রব্য গ্রহণে মহা পাপ? ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকার।
সদা কাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহার? সভাপর্ব্ব।

গান্ধারীও আপন স্বামিকে বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥ সভাপর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণও বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনিশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্ম জন।
সুখ দুঃখ কত কাল দৈবের লিখন॥ আদিপর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মী জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥ বনপর্ব্ব।

অতএব পরের দ্রব্য ঢেলার ন্যায় জ্ঞান কর্‌বে ও ধর্ম্ম পথে থাকিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন কর তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে।

পল্লিতে বলরাম বাবু সর্ব্বদাই অন্যের উপর পীড়ন করেন তাঁহার কথা উল্লেখ করাতে মাতা বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পন্ন করেন তাহারাই সৎ পুরুষ। যাঁহারা আপন হিতের অবিরোধে অন্যের হিত করেন তাঁহারা মধ্যম। যাহারা আপনার লাভার্থে অন্যের হিত নষ্ট করে তাহারা মানুষ রাক্ষস। কিন্তু যাহারা নিরর্থক পরহিত রহিত করে তাহারা কে আমরা জানিতে পারিলাম না"। নীতি শতক।

সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিল সৎ পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন তাহা ঐ নীতি শতকেই আছে—"তৃষ্ণাছেদন, ক্ষমা অবলম্বন, মত্ততা ও পাপে রতি ত্যাগ, সত্য কথন সাধুজনের পদবীর অনুগমন, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্য জনে মান, দান, শত্রুরও অনুনয় করণ, আত্মগুণ গোপন, কীর্ত্তি পালন এবং দুঃখিতে দয়া এই সকল সাধু জনের কর্ম্ম" কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করা।

মাতা সন্তানদিগকে লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ইত্যবসরে এক জন দাসী আসিয়া বলিল—মাঠাকুরাণি! ——— তোমার ভেয়ের বাড়ী হইতে আসিয়াছি—তাঁর তো আর চলা ভার—তাই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে এক জন প্রাচীন চাকর ছিল সে বলিল—মামা বাবু যদি বুঝে শুঝে চল্‌তে পারতেন তো এমন ক্লেশ কেন হবে? একদফা তহবিল তচরূপাত করেন তাতে আমাদের বাবু জামিন থাকাতে একেবারে মজেন তার পরে আবাদের হিসাবে অনেক টাকা লন সে টাকার নিকাস কিছুই দেন নাই আর এই বিপদে গেল একবার উঁকিটাও মারলেন না। সন্তানেরা মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—মাতা অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন—যা হবার তা হইয়াছে এক্ষণে তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বলিবে। দাসী এই সংবাদ লইয়া যায় এমত সময়ে ঐ প্রাচীন চাকর বলিতে লাগিল—মাঠাকুরাণীর কি ——— শরীর! আমি ভুষণ্ডি—সব জানি। ছেলেবেলা বাপের

বাটীতে মামা বাবু মাঠাকুরাণীকে "দূর, ছি, পোড়ার মুখী", বই আর ভাল কথা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল মন্দ দ্রব্য দিলে হিংসায় ফেটে মরতেন তার পর ভগিনী বড় হলে ভগিনীপতির দশটাকার যোত্র দেখিয়া তাহার সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নাস্তানাবুদ খানেখারাব করিয়া একেবারে ডুবিয়া চলেযান। তাঁহার বিপদে একবার তত্ত্বও লন নাই ও তাঁহার কাল হইলে ভগিনী ও ভাগিনেয়রা বেঁচে আছে কি না তাহা কিছুই খোজ খবর লন নাই, এত দিনের পর মামা বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হায়! হায়! মানুষ গরজে কি না করে!

অল্প দিনের মধ্যে মামা বাবু ফটাসং করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয় দ্বয় ও ভাগিনীকে দেখিবা-মাত্রেই এমনি মায়া প্রকাশ করিলেন যেন দরিদ্র রত্ন লাভ করিল। বাটীর ভিতরে তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া ভগিনীকে দেখিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রবময়ীর মাতা অন্তরে ছিলেন, পুত্রের গুণে জর্জ্জর হয় নিকটে আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দ্রবর এত বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করলে না? মামা বাবু বলিলেন—মা! জানওতো আমার কত ঝনঝাট আর বলিতে কি ভগিনীর জন্যে আমি এত কাতর যে আস্তে পা এগোয় না। প্রাচীন চাকর দূরেথেকে আস্তে আস্তে আপনা আপনি বলিতেছে—মামা বাবু রাবণের বা দুর্য্যোধনের মামা ছিলেন। বেটা বড় কাতর, শোকে শয্যা-গত ছিলেন, গলাদিয়া জল ওলে নাই, এক্ষণে কেবল আবাজের ভাল খবর শুনিয়া লাভ করবার পন্থায় আসিয়াছেন। দ্রবময়ী মাতার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—এক্ষণে ভোজনের সময় হইল, আপনি স্নান আহ্নিক করুন, দাদা! তোমার ক্লেশের কথা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলাম, আমি যাহা পারিব তাহা অবশ্যই করিব—এস্থলে করিলে যশ নাই না করিলে পাপ। হাবটেতো—তাবটেতো, আমাকে এক মুটা না দিয়া ত

কেমন করে খাবে? ধ্রুব! বেলা হল আমি বাহিরে যাই একটু আফিং আনিতে পাঠাইয়া দেও, দুই একটা গুলি না টেনে এলে ভাত গলাদিয়া ওল্‌বে না। ধ্রুবময়ী এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। এদিগে সন্তানেরা মামাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়া মাতার নিকট আবার আইল। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—মা! মামাকে কি মাসং টাকা দিবে? তাঁহার যে রূপ ব্যবহার তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—বাবা! ঈশ্বর দয়াময় ও ক্ষমাশীল, আমাদিগেরও দয়া ও ক্ষমা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মহাপাপী সেও যদি ক্লেশে বা রোগে পড়ে তাহারও মঙ্গল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ যাহাতে কমে এই চেষ্টাই করিবে।

রাত্রে মাতা ও সন্তানেরা উত্তমং বিষয় লইয়া সদালাপ ও কথোপকথন করেন। কখন উদ্ভিজ্জের গুণ—কখন কোনং পশু পক্ষি পতঙ্গের অদ্ভুত স্বভাব ও বুদ্ধি—কখন বিশেষং ধাতুর উপকারক শক্তি, ও পৃথিবীর গর্ভস্থ অন্যান্য বস্তুর গুণ—কখন মানব শরীরের অন্তরস্থ ক্রিয়া ও ঐ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি করিবার সুনিয়ম কি,—কখন চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতি ও তথায় অন্যান্য লোকের বসতির সম্ভবনা ও যেমত সূর্য রাশিচক্রে ধাবমান পৃথিবী চন্দ্র গ্রহাদির নিয়ন্তা সেইরূপ কোটিং নক্ষত্রের সতন্ত্রং তাদৃশ নিয়ামক ক্রিয়া,—কখন সৃষ্টি প্রকরণ অসীম ও অসংখ্য ও কি জলে কি স্থলে কি বায়ুতে কি প্রস্তরে কি বৃক্ষেতে, কি শরীর মধ্যে নানা প্রকার প্রানি বিরাজ করিতেছে,—কখন মানব স্বভাব কি প্রকারে উত্তম হইতে পারে ও জীবের মোক্ষ কর্ম্ম কি, এবং ধার্ম্মিক না হইলে কেবল বিদ্যা শিখিলে উৎপাত ঘটে—কখন জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষরা আবশ্যক—এই সকল নানা প্রশ্ন লইয়া সন্তানেরা মাতৃ উপদেশ গ্রহণ করে। একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবুর কথা প্রসঙ্গ করেন। ঐ বাবু জগন্নাথ বাবুর নানা প্রকারে হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও

তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। দ্রবময়ী সকলই জ্ঞাত ছিলেন। হরিহরের কথা উপস্থিত হওয়াতে তিনি বলিলেন—বাবা! তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সকল লোকের সর্ব্বসময়ে সুমতি হয় না ও লোকে দুর্মতেই কুকর্ম্ম করে। আমাদিগের কর্ত্তব্য তাহারদিগের প্রতি কি মনের দ্বারা কি বাক্যের দ্বারা কি কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকারেই দ্বেষ ও হিংসা না করা, চিত্তের শান্তি নষ্ট করিওনা ও শক্র মিত্রকে সমভাবে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহা- দিগেরই অগ্রে শুভানুধ্যায়ী হইও এবং ভাল করিও এমত করিলে চিত্তে দ্বেষ হিংসা জন্মিবে না—চিত্ত উত্তর২ নির্ম্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঘোর শক্র ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়াছিলেন কিন্তু যখন প্রভাসতীর্থে চিত্র- সেন গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া কুরুপত্নীদিগকে অপহরণ করেন তখন যুধিষ্ঠির ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও প্রেম সকলের প্রতি প্রকাশ করার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই। মাতার এরূপ কথায় সন্তানদিগের উত্তর২ চমৎকার হইতে লাগিল। অনেকেই ভাল উপদেশ দিতে পারে বটে কিন্তু কর্ম্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দ্রবময়ীর ধর্ম্ম বিষয়ে এমত দৃড়তা ছিল যে তাঁহার বাক্য হইতে কর্ম্মেতে অধিক শুদ্ধমতি দেখা যাইত। তিনি অকারণে কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না— স্বাভাবিক মিতা বাচী, কেবল সন্তানেরা অথবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা আবশ্যক সময়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বাটীতে একটী অল্প বয়োসী চাকর ছিল তাহার হঠাৎ ঘোরতর জ্বর বিকার হইয়া ব্যমোহ ভয়ানক হইয়া উঠে। দ্রবময়ী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে

এমত সময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া আবে বারে আসিয়া দেখিল যে তাহার পুত্রের মস্তক দ্রবময়ীর ক্রোড়ে স্থিত আছে ও তিনি তাহার শুশ্রুষার জন্যে স্বয় পাকা হাতে করিয়া বাতাস করিতেছেন। চাকরের মাতা এ দেখিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিল—"মা! তোমার এত দয়া!—এ ফল তুমি অবশ্যই পাবে"। দ্রবময়ী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—তুমি স্থির হও, পীড়া কমিয়াছে—ভয় নাই।

কিয়তকাল পরে আবাদের সুগতিক হওয়াতে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা মাতার সদুপদেশ পাইয়া ও তাঁহার সৎচরিত্র দেখিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইল। তাহারা কেবল বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বর আরাধনা করে এবং সদভ্যাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে শান্ত ও বিমল ভাবে রাখে। কোন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলেওনা ও মন্দ লোকের সহিত সমসর্গ করে না। তাহারা সকল বিজাতীয় পরোপকারী হইল—পরের দুঃখে দুঃখী—পরের সুখে সুখী ও কি অনুরোধের দ্বারা কি পরামর্শের দ্বারা কি পরিশ্রমের দ্বারা কি অর্থের দ্বারা সাধ্যানুসারে পরোপকারে কোন অংশেই ক্রটি করে না। এবং কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি সায়াহ্নে কি রাত্রে সকল সময়ে তাহারা পরোপকারে যত্নবান ও আগ্রহায়ক। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই বিবাহ হইল ও ভাগ্য বশতঃ দুইটি পুত্রবধু ও জামাতা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইল। আপন আয় বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রবময়ী সন্তানদিগকে বলিলেন এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য—ধনেতে মত্ততা জন্মাইয়া সর্ব্বনাশ করে, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণকরিবে—

বিশেষে বৈভব কালে ধর্ম্ম আচরণ।
ধন হর্ষে নাহি করে ধর্ম্মেতে হেলন॥ বনপর্ব্ব।

দুইটি সুশীলা পুত্রবধূ হওয়াতে দ্রবময়ী গৃহকর্ম্মে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেন এবং অর্থের বিষয়ের টানাটানি সথিল্য হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি আরো বৃদ্ধি হইতে

লাগিল। তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে জীবন জল-বিম্ববৎ এবং "শুভস্য শীঘ্রং"—আর যেপর্য্যন্ত পরিবারের অপ্রতুল থাকে সেপর্য্যন্ত তাহাদিগের ক্লেশ বৃদ্ধি করিয়া অপরের জন্য ব্যয় করা বিধেয় নহে কিন্তু যে স্থলে অপ্রতুল নাই সে স্থলে পুণ্য কর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় কেন না হইবে? এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন তথায় অনেক প্রজার ছেলেরা পড়িতে লাগিল এবং ঐ সকল বালকদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোনিবেশ হওন জন্য পুস্তক, বস্ত্র ও টাকা সময়েং প্রদান করিতেন। মিটা জল পাইবার জন্য আবাদের মধ্যস্থলে দুই তিনটি পুষ্করিণী খনিত হইল এবং প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার না হয় এজন্য বিশেষং হুকুম জারি হইল। চতুস্পার্শ্বে লবণাক্ত ভূমি জন্য অনেকের পীড়া হইত। পীড়া শীঘ্র আরগ্য হয় এই অভিপ্রায়ে তিন চারি জন বৈদ্য নিযুক্ত হইল তাহারা আপামর সাধারণকে অবৈতনিক চিকিৎসা করিতে লাগিল।

এদিগে ভদ্রাসনের বাগানের ভিতর একখানি আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার চারিদিগে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলগাছের শোভায় স্থানটি অতি রমনীয় বোধ হইত। কোন খানে বেল, জুঁই, মল্লিকা, মালতী, শেফালিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ, নাগকেশর, অপরাজিতা—কোন খানে অলিয়া ফ্রেগেন্স, এমহর্ষ্টিয়া নোবেলিস, বিগনোনিয়া ভিনিষ্টা, বিউগনভেলিয়া স্পেক্টেবিলিস, পিত্রিয়াষ্টিপেলি, হার্টসাইজ, সুইট ব্রায়ার, পোনসেটিয়া পলকরিমা, ইরফরবিয়া জেপনিফ্লোরা, কেমিলিয়া ইত্যাদি—কোন খানে তথলতা, ঝুম্‌কলতা মাধবীলতা কুঞ্জলতা রাখালতা, এই সকল নানা পুষ্পের নানা বর্ণ ও নানা গন্ধে চক্ষেন্দ্রীয় ও ঘ্রাণেন্দ্রীয় মোহিত হইত ও সময়েং সুশীতল বায়ুর সঞ্চারনে যখন গন্ধ সকল মিলিত হইয়া মন্দং গতিতে বহিত তখন ঐ সাক্ষাৎ নন্দনবন জ্ঞান হইত। আটচালা প্রস্তুত হইলে দ্রবময়ী বিবেচনা করিলেন যে এমন রমনীয় স্থানে যদি

ভগবান বিষয়ক কর্ম্ম না হইল তবে ইহা বৃথা ও কেবল ইন্দ্রীয় ভোগার্থে এখানে আগমন করা আমার কর্ত্তব্য নহে।

এই পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পল্লির বালিকাগণকে আপন ব্যয়ে পাল্কি করিয়া আনয়ন করত প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পুস্তকের দ্বারা যত হওক বা না হওক দ্রবময়ী আদর স্নেহ সদালাপ ও গল্প ছলে উত্তম২ নীতি উপদেশ দিতেন ও বালিকাদিগের ক্রমে২ বোধ হইতে লাগিল যে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি—ঈশ্বরের প্রতি ... করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। পরোপকার নানা প্রকারে কৃত হইয়াথাকে কিন্তু যে পরোপকারের দ্বারা অন্যের ধর্ম্ম জ্ঞান হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরকাল ভাল হয় তাহার তুল্য পরপোকার আর নাই। দ্রবময়ীর এই সংস্কার বিশেষ রূপে ছিল। ঐ বালিকাদিগের মধ্যে একটি বালিকা কিছু বিবিয়ানা গোছে চলিত—কাপড় চোপড়ের উপর অধিক মনযোগ করিত। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ নাই —ছেলের জাত যাহা দেখে তাহাই শিখে। ঐ বালিকার পিতা সাহিবি চালে চলিতেন ও সময়ে২ গোপনে স্ত্রীকে গৌন পরাইতেন ও সর্ব্বদাই বলিতেন "বেঙ্গালি মেয়েদের পোশাকটা বদল হইলেই সভ্যতা হইবে"। এইরূপ বাহ্যিক ইংরাজি নকল গ্রাহী হইয়া প্রায় "সর্ব্বস্য বিক্রয় করিয়া" একটি পিয়ানা-ফোর্ট ক্রয় করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সময়ে২ স্ত্রীকে লইয়া ঢনর২ করিয়া এক২ বার বাজাইতেন কিন্তু ইংরাজি সঙ্গীতের সারিগমই সাধেন নাই। সঙ্গীত বাস্তবিক নিন্দনীয় নহে—ইহার দ্বারা চিত্তের উৎকর্ষতা ও প্রফুল্লতা জন্মে কিন্তু মন শোধনের আসল উপায় কিছুই হইতেছে না কেবল একটা পেয়ানাফোর্ট ও গৌন লইয়া কি হইবে? দ্রবময়ী ঐ বালিকাটীর সকল বিষয় অবগত হইয়া বহু ক্লেশে তাহার সংস্কার ভিন্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃঢ়রূপে এই সংস্কার জন্মিল যে বিদ্যা শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য ধর্ম্মে পরায়ণ হওয়া এবং বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সুবুদ্ধিও হয় না এবং সাংসারিক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর অসীম পরিশ্রম করিয়া দ্রবময়ী পল্লি অনেক বালিকাকে ধর্ম্মপরায়ণা গুণবতী ও বুদ্ধিমতী করিলেন ও তাহারা যে সৎকন্যা, সৎভগিনী, সৎস্ত্রী, সৎগৃহিনী, সৎমাতা সৎজ্ঞাতিনী, সৎকুটম্বনী ও সৎমৈত্রয়নী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব বোধ হইল ও এই সমভাব্য সুখ চিন্তনে দ্রবময়ী মুহুর্মুহু পুলকিত হইতেন। পুণ্য কর্ম্ম করণে তৃষ্টা মিটেনা, যত কর ততই করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর বাটীর নিকট এক অতিথি শালা এবং ঔষধালয় স্থাপিত হইল তথায় সহস্রং খুধার্ত্ত, তৃষ্টার্ত্ত, দুঃখী, দরিদ্র অনাশ্রয়ী, অন্ধ, অথর্ব্ব, খঞ্জ, রোগী পরিত্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মামা বাবু বারম্বার ভগিনীকে বলিতেন—এবেটাদের জন্যে এত টাকা ব্যয় করার কি আবশ্যক? এরা আমাদের মাশীর মার কুটুম? দ্রবময়ী প্রায় উত্তর করিতেন না—একদা বলিলেন

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরাংতরে
রোগাভিভূতে বহু দুঃখিতান্তরে
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবেতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবিতং। শুকোপনিষৎ।

এইরূপ কয়েক বৎসর শুদ্ধচিত্তে নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া দ্রবময়ী আক্রান্ত হইয়া পীড়িতা হইলেন। তাঁহার ব্যামোহের সংবাদ শুনিয়া সকলেই সসব্যস্থ হইল ও বাটীতে লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের তাপ তাপিত হইয়া সন্ধ্যার ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে—সৃষ্টির উজ্জলবর্ণ নভোবর্ণ হইতেছে—পশ্চিম দিগস্থ আকাশ স্বর্ণের শয্যা হইতেছে—মেরু সকলের উষ্ণীক বিচিত্র প্রভাতে শোভিত—মেঘ সকল যেন মণি মানিক্যে ভূষিত হইয়া উড্ডীয়ন করিতেছে—নিবিড় বনোপবনের রক্ত মুখাবর্ণ যেন অরুণ উত্তোলন পূর্ব্বক চুম্বন করত বিদায় হইতেছে—সুরধনীর নীর স্থির হইয়া সমীরণের আলিঙ্গন আহ্বান করিতেছে—গোমহিষ পালক গোচারাণন্তর প্রেমপূর্ণ গৃহে প্রত্যা-

নের কৌতুহলে ধাবমান হইয়াছে—সুসবৃত বৈদান্তিক গদগদ ভক্তিতে বেদধ্বনি করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সন্ন্যাসী উদাসীন হরি সংকীর্তনে নিমগ্ন হইতেছে—দূরস্থ দেবালয়ের বাদ্যোদ্যমের লহরি আরম্ভ হইতেছে। এই গোধূলি সময়ে দ্রবময়ী জাহ্নবী তীরে আনীত হইলেন—তটের উপর শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষেতে আচ্ছাদিত, তাহার ভিতর দিয়া দিনমণির হিঙ্গুল বর্ণ ললিত আভা তাঁহার মুখোপরি চপলিত হইতেছে। ঐ পুন্যবতীর তখনও এমন সৌন্দর্য্য যে সকলেই দেখিতেছেন যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী শায়িনী হইয়াছেন। যে পরমাত্মাকে যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব যোগী দেবতা সকলে অসীম ধ্যানে পায় না, তাঁহারই প্রেমে ঐ ধর্ম্মপরায়ণার প্রেমাশ্রু বহিতেছে দ্রবময়ীর চতুষ্পার্শ্বে পুত্র, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও পল্লির যাবতীয় লোক শোকে নিমগ্ন এবং সতং বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধ অবলা হাহাকার রবে বলিতেছে—"এতদিনের পর আমরা সকলে মাতৃ হীন হইলাম আর আমাদিগের এমন দয়া কে করিবে"? সরল চিত্তের অমূল্য অতুল্য বিগলিত রত্ন নেত্রবারি—সেই বারি শ্রাবণের ধারার ন্যায় সতং চক্ষুদিয়ে অবিশ্রান্ত বহিতেছে। দ্রবময়ীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ কিছুই হয় না—তিনি বলিতেছেন তোমরা রোদন করিও না। এক্ষণে আমার কর্ণকুহরে ভগবানের নামামৃত শ্রবণ করাও। এই শুনিয়া সকলেই ঈশ্বরের নাম ডাকিতে লাগিল ও সন্ধ্যা হয়২ এমত সময়ে বোধ হইল যেন তাঁহার নয়নদিয়া আত্মা ব্যোম পথে গমন করিল ও কেবল তাহার নিষ্পাপ ও পবিত্র দেহ নিকটস্থ সকলের দুঃখ ও খেদজনক হইয়া পড়িয়া থাকিল।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর। ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া কাতর। দয়াকর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ় মতি, করযোড়ে করি স্তুতি, পাপে জরজর।

চঞ্চলিত সদা মন, বিষয়েতে উচাটন, তুমিহে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর।

সমাপ্তোয়ং